সাংখ্য রহস্য।

মহামহোপাধ্যায—মহামতাধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি-

প্রণীত।

—:০:—

শ্রীযতীন্দ্রকুমার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কাশীধাম, ভারতধর্ম্ম প্রেসে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী দ্বারা

মুদ্রিত।

—০—

১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৮০।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্‌।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পূজ্যপাদ—

শ্রী১০৮ যুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামীজী মহারাজ—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আশীর্ব্বাদ উপদেশ দয়া আপনার,
জীবন-বর্দ্ধন-হেতু সতত যাহার।
অম্লছিন্ন অমধুর এ ফল তাহার,
শ্রদ্ধাঞ্জলি হোক আজি পদে আপনার॥

প্রণত—

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

দর্শন-শাস্ত্র সমূহের আর্ষ তাৎপর্য্য গ্রহণে কেহ বঞ্চিত না হন—এই উদ্দেশ্যে আমি আস্তিক দর্শন সমূহের সংস্কৃত ভাষায় "কৌমুদী" নাম্নী সরল বৃত্তি, সার ও চিত্র (chart) প্রণয়ন করিয়াছি। উহাতে হিন্দী, বাঙ্গালা এবং ইংরেজী অনুবাদও আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য লিখিয়াছি। অন্যান্য ভাষ্যও লিখিতেছি। বোধসৌকর্য্যার্থে গুরুশিষ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বাঙ্গালা ভাষায় (১) সাধারণ ন্যায-রহস্য, (২) ন্যায়-রহস্য, (৩) বৈশেষিক-রহস্য, (৪) সাংখ্য-রহস্য, (৫) যোগ-রহস্য, (৬) মীমাংসা-রহস্য, (৭) বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র-রহস্য লিখিয়াছি। এই সকলের পৃথগ্‌ভাবে হিন্দী এবং ইংরেজীতে অনুবাদও হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺ বিশ্বনাথের কৃপায় সাংখ্য-রহস্য প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থ ও চিত্র সকল যন্ত্রস্থ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইহা প্রথম পথ-প্রদর্শন মাত্র। এই সম্বন্ধে এইরূপ বহুগ্রন্থ প্রচারিত হইয়া সাধারণের জ্ঞানোন্নতির অনুকূল হইলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইবে। সাংখ্যের ঈশ্বরবাদে যাঁহাদের সন্দেহ হয়, তাঁহাদিগকে আমার সাংখ্যের "কৌমুদী"বৃত্তি দেখিতে অনুরোধ করি।

আমি কয়েক বৎসর যাবৎ "ধর্ম্মশাস্ত্র-কোষ" নামক এক সুবৃহদ্‌ গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত আছি, সুতরাং এই গ্রন্থের মুদ্রণে মনোযোগ দিতে পারি নাই, এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান সংস্করণে ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। পাঠক-পাঠিকা-গণ সংশোধনপূর্ব্বক পাঠ করিলে সুখী হইব।

এই গ্রন্থপাঠে যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ করেন তবে আমার শ্রম সফল হইবে।

শ্রীনন্দলাল শর্ম্মা।

অভিমত।

—:•:—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (Principal, College of Oriental Learning) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় প্রণীত "সাংখ্য-রহস্য" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গুরু শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে ইহাতে সাংখ্যদর্শনের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাষা বড়ই সরল ও মধুর হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিলে যথেষ্ট উপকার ও সন্তোষ লাভ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—

২রা পৌষ, ১৩৩০।
নাগোয়া, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়
৺কাশীধাম।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সাংখ্যের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

সাংখ্য-রহস্য।

বিশ্বমেতদখিলং নিকেতনং
যস্য যত্র তু তদেব রাজতে।
ভিন্নতা ন জগতো যতোঽথবা
কোঽপি সোঽত্র পুরুষো নমস্যতে ॥

গুরু। (প্রণত শিষ্যের মস্তকে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া) বৎস তারাপদ! ন্যায়প্রস্থানের রহস্য তোমাকে বলা হইয়াছে উহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছ ত?

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় যথা-সম্ভব বুঝিয়াছি বলিয়াই মনে হয়।

গুরু। তবে এখন সাংখ্য রহস্য বলিতেছি পূর্ব্ববৎ শ্রবণ কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। প্রশ্ন কর।

শিষ্য। সাংখ্য এই নাম কেন?

গুরু। পদার্থ সংখ্যার নির্দ্ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ থাকায় মহর্ষি কপিলের দর্শন সাংখ্য নামে প্রখ্যাত হয়। বস্তুতঃ সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান, তাহার অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ থাকাতেই মহর্ষি কপিলের দর্শন সাংখ্যনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। যদি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ আছে বলিয়াই সাংখ্য নাম হয় তবে পাতঞ্জলদর্শনকে সাংখ্যদর্শন বলা যাইতে পারে কি ?

গুরু। পাতঞ্জল ও সাংখ্যই বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কপিল-কৃত সাংখ্যের আবির্ভাব হওয়ায় লোকে তাহাকেই প্রথমে সাংখ্য নামে অভিহিত করিয়াছে, সুতরাং কপিলের সাংখ্য দর্শন মুখ্য সাংখ্য আর মহর্ষি পাতঞ্জলিকৃত সাংখ্য গৌণ।

শিষ্য। এই বিদ্যার আর কি কি নাম করা যাইতে পারে ?

গুরু। তত্ত্ববিদ্যা, নির্গুণপুরুষ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক নামই করা যাইতে পারে।

শিষ্য। তত্ত্ব বিদ্যা এই নাম কেন ?

গুরু। তত্ত্ব সকলের নির্দ্দেশ থাকাতেই তত্ত্ববিদ্যা।

শিষ্য। নির্গুণপুরুষ বিদ্যা এই নাম কেন ?

গুরু। নির্গুণ পুরুষ সম্বন্ধিনী বিদ্যা বলিয়াই নির্গুণপুরুষ বিদ্যা।

শিষ্য। এই দর্শনের প্রণেতা মহর্ষির পুণ্য নাম কি ?

গুরু। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আবার প্রশ্ন কেন ? সম্ভবতঃ আমার মুখ দিয়া ঐ নাম শুনিলে তোমার বড়ই আনন্দ হয়, সেই জন্যই আবার প্রশ্ন করিতেছ, যাহা হউক সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল। ইনি আদিবিদ্বান্ বা (আদিজ্ঞানী) সিদ্ধ, ইনি মুক্ত হইয়াও পরোপকারমাত্র প্রয়োজনে নির্ম্মাণ চিত্ত আশ্রয় করিয়া দয়াবশতঃ আসুরিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে "আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায়

কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ”
যোগভাষ্যে উদ্ধৃত এই বাক্যই বলবৎ প্রমাণ।

শিষ্য। এই মহর্ষিকে আদিবিদ্বান্ বলা হয় কেন ?

গুরু। এই মহর্ষিই সর্ব্বপ্রথমে নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এই পরমর্ষিই সর্ব্বপ্রথমে নির্গুণ আত্মজ্ঞান লোকমধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে আদিবিদ্বান বা আদিজ্ঞানী বলা হয়। মহর্ষি কপিল যে আদিজ্ঞানী এবং সাংখ্য যে বহু প্রাচীন এই বিষয়ে সাক্ষীর অভাব হইবে না ; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহর্ষির সাক্ষাৎকৃত নির্গুণ আত্মতত্ত্বই ঋষি যুগে প্রচারিত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে মহাভারতে স্পষ্টই আছে—

“জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র ॥”

ইহার অর্থ এই—হে নরেন্দ্র ! মহাজনগণের মধ্যে, বেদ সকলে, সাংখ্য সম্প্রদায়ে, যোগ সম্প্রদায়ে এবং পুরাণে যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় সেই সকলই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে। এই পরমর্ষি আদিবিদ্বান্ কপিলের আবিষ্কৃত নির্গুণ পুরুষ উপনিষদে ও স্পষ্ট দৃষ্ট হয়—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥” (কঠোপনিঃ)

এই সকল শ্রুতিতে সাংখ্যীয় নির্গুণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব—পরোপকারমাত্র প্রয়োজনে করুণাময় পরমর্ষি কপিল শিষ্য আসুরিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল তত্ত্ব জ্ঞান শাস্ত্রে সঙ্কলিত বা গৃহীত হইয়াছে, সেই জন্যও সাংখ্যশাস্ত্রের এত গৌরব এত সম্মান ও এত আদর।

শিষ্য। সাংখ্য মতের বিস্তৃতি কি রূপ?

গুরু। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সাংখ্য মতে পরিব্যাপ্ত; এতদধিক আর কি জানিতে চাহিতেছ; বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে—সাংখ্য মত এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহার ব্যবহার বা গ্রহণ করেন নাই এমন ঋষি ও নাই এবং ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ ও নাই। সাংখ্যমতের বিস্তৃতি কেবল মহর্ষি কপিল হইতে হয় নাই তাহার শিষ্য পরম্পরাহইতে ও হইয়াছে।

শিষ্য। মহর্ষি কপিলের প্রধান শিষ্য কে কে?

গুরু। আসুরি প্রভৃতি অনেকই।

শিষ্য। শিষ্যদিগের গ্রন্থ আছে কি?

গুরু। অনেকই ছিল, কিন্তু কাল প্রভাবে বা সাংখ্য বিদ্বেষিগণের কৃপায় তাহা লুপ্ত প্রায়, তবে ব্যাসভাষ্যে স্থানে স্থানে পঞ্চশিখাচার্য্যের যে সূত্র দেখা যায় তাহাতেই উহার গুরুত্বের উপলব্ধি হয়।

শিষ্য। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এই ভগবদ্বাক্যোক্ত মহর্ষি কি ইনিই ?

গুরু। আমি ত তাহাই মনে করি।

শিষ্য। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং।
অত্র বঃ সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥'
এই বচনোক্ত সাংখ্যের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল কি ইনিই ?

গুরু। আমার ত তাহাই মনে হয়। ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণাদিতে বহু স্থানে ইহারই জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। পরমর্ষি কপিলের মাহাত্ম্য সর্ব্বাতিশয়ী।

শিষ্য। কিসে বুঝিতে পারি ?

গুরু। এখন ও বুঝিতে বাকি আছে ? ভগবান্ বেদব্যাস যে যোগদর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা, সেই যোগদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ মহর্ষি পতঞ্জলিও এই ভগবান্ মহর্ষি কপিলের মতের অনুসরণ করিয়াই যোগদর্শনের প্রণয়ন করিয়াছেন। ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং নিজের বেদান্তদর্শনে (ব্রহ্মসূত্রে) প্রায় এতদ্দর্শনোক্ত প্রমেয় পদার্থ সকলেরই সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরও বলিতেছি—যে কপিলের তর্পণ না করিয়া হিন্দু মাত্রই জলগ্রহণ করিতে পারে না, নিত্য শ্রাদ্ধে দেবস্থানে যে কপিলের শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই মহর্ষি কপিলদেবকে বা তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রকে শিরোমণি বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এতদধিক মাহাত্ম্য আর কি বুঝিতে চাহিতেছ ?

শিষ্য। শুনিতেছি কপিল এক নহে। "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ" এই শ্রুত্যুক্ত কপিল এক, আর সাংখ্যপ্রণেতা কপিল অন্য,—এই বিষয়ে কি মনে করিব ?

গুরু। পরমর্ষি কপিলের সময় আমার জন্ম হয় নাই, আমার অলৌকিক আর্ষজ্ঞানও নাই, এই অবস্থায় শপথ করিয়া কোন কথা বলা চলেনা ; কিন্তু যে যাহাই বলুক আমার বিশ্বাস একই কপিল , রামের নামে ভূত যেমন ভয় পায় এক কপিলের নামে তুমিও কি সেরূপ ভয় পাইতেছ ? তুমি শিষ্য, সুতরাং উপদেশ্য, এই জন্য তোমাকে বলিতেছি—তুমি যদি প্রকৃত মুমুক্ষু হইয়া থাক, ও প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া থাক তবে সন্দেহ বর্জ্জন কর, নিষ্ফল বচন পরিত্যাগ কর, প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা কর।

শিষ্য। শুনিতেছি সাংখ্য ঈশ্বরবাদী নহে, উহা সত্য কি ?

গুরু। উহা সত্য নহে, উহা সাংখ্যবিদ্বেষী বা সাংখ্য-রহস্যানভিজ্ঞ লোকেরই কথা ; বস্তুতঃ সাংখ্য কখনও নিরীশ্বর নহে ; সাংখ্য প্রণেতা পরমর্ষি কপিল কি কখনও নিরীশ্বর হইতে পারেন !

শিষ্য। অনেকের মুখে শুনিতেছি বর্ত্তমান সাংখ্যসূত্র কপিলের নহে, উহা বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত,—এই বিসয়ে কি জানিব ?

গুরু। আমার বিশ্বাস—এই সূত্র কপিলেরই, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর নহে। বিজ্ঞানভিক্ষুর হইলে তিনি তাঁহার ভাষ্যের

স্থানে স্থানে "ইতি তু প্রামাদিকঃ পাঠঃ" "ইতি তু পাঠান্তরম্" ইত্যাদি বলিতেন না।

শিষ্য। সাংখ্যের বিশেষত্ব কি ?

গুরু। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন যুক্তি প্রধান, মীমাংসা-দর্শন শাস্ত্র প্রধান, আর সাংখ্যদর্শন শাস্ত্র ও যুক্তি—এই উভয় প্রধান।

শিষ্য। সাংখ্যের অধিকারী কে ?

গুরু। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, যাহার অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অনুরাগ আছে, এবং শাস্ত্র ও তন্মূলিকাযুক্তি—এই উভয়েরই উপর যাহার বিশ্বাস ও নির্ভর আছে, সেই—অধিকারী।

শিষ্য। অনধিকারী কে ?

গুরু। যে স্বভাবতঃ অন্ধবিশ্বাস-সম্পন্ন, স্বয়ং বিবেকহীন, পরের কথা শুনিয়াই একটা নিশ্চয় করে, সেই—অনধিকারী। তোমার কথায় মনে হয়—তুমি এখনও সন্দিগ্ধ; "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" সন্দেহ বড়ই অনর্থের কারণ, তুমি সংশয় ত্যাগ কর, বিশ্বাস আশ্রয় কর, অনর্থ ও অকল্যাণের হাত হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হও।

শিষ্য। ভগবন্! আপনার উপদেশে আমার সংশয় দূর হইয়াছে, আপনার কথার উপর আমার আর কোন সন্দেহ নাই, আপনার উপদেশ সকল আমি ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেছি, আমি আপনার নাম স্মরণ করিয়া বলিতেছি—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াগুরো!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো গৃহ্ণামি বচনং তব ॥

গুরু। আমি তোমার ভক্তি ও বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইতেছি, এখন অবান্তর কথা পরিত্যাগ করতঃ প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা কর।

শিষ্য। (মহর্ষি কপিলের উদ্দেশে প্রণত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করতঃ) এই দর্শনে কয়টী অধ্যায় আছে?

গুরু। ছয়টী।

শিষ্য। প্রথম অধ্যায়ে কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে?

গুরু। (১) হেয়, (২) হেয়হেতু, (৩) হান, (৪) হান-হেতু—এই সকল বিষয় প্রাতিপাদিত হইয়াছে।

শিষ্য। হেয় কি?

গুরু। হানের যোগ্য, ত্যাজ্য অর্থাৎ দুঃখ।

শিষ্য। হেয় হেতু কি?

গুরু॥ দুঃখের কারণ অবিবেক।

শিষ্য। হান কি?

গুরু। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি।

শিষ্য। হানের হেতু কি?

গুরু। বিবেক্তব্যপদার্থের বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতি, তৎকার্য্য ও পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান বা ভেদ-বোধ।

শিষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কি আছে?

গুরু। প্রকৃতি, তৎকার্য্য ও পুরুষের বিবেকার্থ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের বিশেষরূপ বিবেচনা।

শিষ্য। তৃতীয় অধ্যায়ে কি আছে?

গুরু। সপ্রপঞ্চ সংসার ও তৎকারণের বিবেচনা।

শিষ্য। চতুর্থ অধ্যায়ে কি আছে?

গুরু। আখ্যায়িকামুখে বিবেকজ্ঞান সাধনের উপদেশ।

শিষ্য। পঞ্চম অধ্যায়ে কি আছে?

গুরু। আশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

শিষ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কি আছে?

গুরু। উপসংহার।

শিষ্য। ইহাতে আর অন্য কথা নাই কি?

গুরু। প্রসঙ্গতঃ অন্য কথাও আছে।

শিষ্য। এইদর্শনের প্রথম সূত্র কি?

গুরু। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"

শিষ্য। অথ শব্দ কি মঙ্গলসূচক?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। "'ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত পুরুষার্থ'—এই সাধারণ অর্থে আমার অনেক জ্ঞাতব্য আছে।

গুরু। কি জ্ঞাতব্য আছে?

শিষ্য। দুঃখ কি?

গুরু। প্রতিকূল বেদনীয়ের নাম দুঃখ অর্থাৎ লোক যাহাকে প্রতিকূল বলিয়া জানে, যাহাকে প্রতিকূলরূপে অনুভব

করে, যাহার ইচ্ছা করেনা, যাহার কামনা করে না, তাহার নাম দুঃখ। "বাধনালক্ষণং দুঃখং" ভগবান্ অক্ষপাদের এইসূত্র স্মরণ কর।

শিষ্য। দুঃখ কয় প্রকার ?

গুরু। দুঃখ ত্রিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক, (৩) আধি-দৈবিক; তাপবিৎ পুরুষেরা এই দুঃখত্রয়কেই তাপত্রয় ও ক্লেশত্রয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শিষ্য। আধ্যাত্মিক দুঃখ কি ?

গুরু। আত্মা শব্দের অর্থ শরীর, উহার অবলম্বনে যে দুঃখ হয়, তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ।

শিষ্য। আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রকার ভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে, উহা দুই প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) শারীরিক, (২) মানসিক, অর্থাৎ শরীর দুই প্রকার, এক স্থূলশরীর অপর সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীরের দুঃখকে শারীরিক দুঃখ বলে আর সূক্ষ্ম শরীরে মন থাকায় তাহার সম্বন্ধে যে দুঃখ তাহাকে মানসিক দুঃখ বলে।

শিষ্য। শারীরিক দুঃখ কি ?

গুরু। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বিকৃতি জনিত জ্বরাতি-সারাদি ও তাহা হইতে উৎপন্ন দুঃখই শারীরিক দুঃখ।

শিষ্য। মানসিক দুঃখ কি ?

গুরু। কাম, ক্রোধ, লোভ, শোক ও মোহাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখই মানসিক দুঃখ।

শিষ্য। আধিভৌতিক দুঃখ কি ?

গুরু। ভূত অর্থে প্রাণী, তাহা হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ, যথা মানুষ ও ব্যাঘ্রাদি জনিত দুঃখ।

শিষ্য। আধিদৈবিক দুঃখ কি ?

গুরু। দেবতা হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা আধি-দৈবিক দুঃখ, যথা যক্ষ, রাক্ষস ও গ্রহাদি জনিত দুঃখ।

শিষ্য। ত্রিবিধ দুঃখ এক প্রকার বুঝিলাম, তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি কি ?

গুরু। স্থূল সূক্ষ্ম সাধারণভাবে নিঃশেষতঃ-নিবৃত্তি চিরলয় বা অতীতাবস্থা বা বীজক্ষয়ই অত্যন্ত নিবৃত্তি।

শিষ্য। অত্যন্ত পুরুষার্থ কি ?

গুরু। পুরুষ যাহা প্রার্থনা করে, যাহা কামনা করে যাহা চাহে, তাহার নাম পুরুষার্থ। অত্যন্ত শব্দের অর্থ অন্তহীন অর্থাৎ চরম বা পরম পুরুষার্থই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম— এই সকল ও পুরুষার্থ বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত পুরুষার্থ নহে।

শিষ্য। পুরুষ কি প্রার্থনা করে বা কামনা করে বা চাহে ?

গুরু। পুরুষ প্রার্থনা করে সুখ এবং দুঃখাভাব।

শিষ্য। তবে কি সুখ এবং ও দুঃখাভাব এই দুইটিই পুরুষার্থ ?

গুরু। স্থূল বিচারে তাহাই বটে; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার

করিয়া দেখিলে মনে হয় যে দুঃখাভাবই পুরুষার্থ।

শিষ্য। সুখ পুরুষার্থ নহে কেন ?

গুরু। সুখ মাত্রই দুঃখ সংযুক্ত, দুঃখসম্বন্ধ-শূন্য সুখ নাই, দুঃখ সম্বন্ধবিশিষ্টকে কি করিয়া বাস্তবিক পুরুষার্থ বলিব, সুতরাং সুখ পুরুষার্থ নহে, দুঃখাভাবই পুরুষার্থ।

শিষ্য। তবে অত্যন্তপুরুষাথ কি ?

গুরু। সকল সময়ের জন্য নিখিল দুঃখের সর্ব্বথা অভাবই অত্যন্ত পুরুষার্থ, ইহারই নামান্তর পরম পুরুষার্থ, মোক্ষ, কৈবল্য, অপবর্গ।

শিষ্য। দুঃখ অল্পক্ষণাবস্থায়ী, তাহার নিবৃত্তি ত স্বতঃই হয়, তাহার জন্য আবার জিজ্ঞাসা কেন ?

গুরু। এস্থলে বিশেষ বিশেষ দুঃখের নিবৃত্তির জন্য জিজ্ঞাসা নহে, কিন্তু দুঃখ জাতীয়ের নিবৃত্তির জন্যই জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখ বা দুঃখ-বীজের নিবৃত্তির জন্যই জিজ্ঞাসা হয়।

শিষ্য। ভবিষ্যদ্দুঃখের অস্তিত্বে প্রমাণই নাই, তাহার আর নিবৃত্তি কি ?

গুরু। সাংখ্যমতে কোন বস্তুরই উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র, সকল বস্তুই অনাগত এবং অতীত অবস্থায় কারণে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, অনাগতাবস্থায় দুঃখের কারণীভূতবুদ্ধিতে যে দুঃখ সূক্ষ্ম, ভাবে আছে, তাহাই ভবিষ্যদ্দুঃখ, অর্থাৎ কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকে, দুঃখের কারণ বুদ্ধি, তাহা যখন আছে তখন তাহার অনাগতাবস্থা কার্য্যদুঃখ ও আছে,

ইহার নামই ভবিষ্যদ্দুঃখ, তাহার নিবৃত্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থাতে উপস্থিত না হওয়া।

শিষ্য। এই মতে কি নাশ আছে?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে দুঃখ নিবৃত্তি বা দুঃখাভাব কিরূপে হইতে পারে?

গুরু। এস্থলে নিবৃত্তি শব্দের অর্থ নাশ বা অভাব নহে পরন্তু অভিভব মাত্র অর্থাৎ ভৃষ্টবীজের ন্যায় ব্যর্থ বা নিষ্ফল করা কিংবা কার্য্যজনন-সামর্থ্যের নিরোধ করা অথবা দুঃখের প্রভাব বা বিস্তারে বাধা দেওয়া বা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইতে না দেওয়া।

শিষ্য। এই সূত্র দ্বারা বন্ধন ও মোক্ষ কি রূপ নির্ণীত হইল?

গুরু। উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের সম্বন্ধের নাম বন্ধন আর ত্রিবিধ নিখিল দুঃখের অনন্ত কালের জন্য যে নিবৃত্তি অর্থাৎ অবশিষ্ট কালের জন্য যে সর্ব্বথা অভাব বা বিলয় বা তিরোভাব তাহার নাম মোক্ষ।

শিষ্য। পুরুষের দুঃখযোগ-রূপ বন্ধন কি স্বাভাবিক?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যাবৎ কাল বস্তু থাকে তাবৎ কালই তাহার স্বভাব থাকে, যদি বন্ধন পুরুষের স্বাভাবিক বা স্বভাবসিদ্ধ হয় তবে পুরুষবৎ বন্ধনও নিত্য হইতে পারে।

শিষ্য। বন্ধন নিত্য হইলে হানি বা দোষ কি?

গুরু। যদি বন্ধন নিত্যই হয় অর্থাৎ যদি বন্ধের নিবৃত্তি বা বিলয়ই না হয়, তবে বন্ধনিবৃত্তি বা মোক্ষের জন্য উপদেশ বা অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

শিষ্য। তবে কি কালতঃ বন্ধ হয় ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যদি কালতঃই বন্ধ হয়, তবে ব্যাপক কালের সহিত মুক্ত ও অমুক্ত এই উভয়বিধ পুরুষের সমান সম্বন্ধ থাকায় অমুক্তের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি দেশতঃ বন্ধ হয় ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যদি দেশতঃই বন্ধ হয় তবে ব্যাপক দেশের সহিত মুক্ত ও অমুক্ত এই উভয়বিধ পুরুষের সমান সম্বন্ধ থাকায় অমুক্ত পুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-রূপ অবস্থা দ্বারা বন্ধ হয় ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থা পুরুষের নহে, উহা শরীরের, যাহা যাহার ধর্ম্মই নহে, তাহা দ্বারা

তাহার বন্ধ হইতেই পারে না, সুতরাং শরীরের ধর্ম্ম বাল্য কৌমার-যৌবনাদিদ্বারা পুরুষের বন্ধের সম্ভব হয় না।

শিষ্য। বাল্যাদি অবস্থা যে পুরুষের ধর্ম্মই নহে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" এই শ্রুতিই প্রমাণ।

শিষ্য। প্রযত্নরূপ অথবা তজ্জন্য অদৃষ্টরূপ কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ হয় কি?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। উহাও পুরুষের ধর্ম্ম নহে, যাহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ অসম্ভব।

শিষ্য। কর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম না-ই বা হউক, অন্যের ধর্ম্ম-ই বা হউক; সেই অন্য ধর্ম্ম দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইতে বাধা কি?

গুরু। বাধা এই, যদি অন্যের ধর্ম্ম দ্বারা অন্যের বন্ধ স্বীকার করা যায় তবে সেই অন্যের ধর্ম্মদ্বারা অমুক্ত পুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ হইতে পারে। আরও আছে, অন্যের ধর্ম্মদ্বারা অন্যের কার্য্য হইলে বিচিত্র বা নানা প্রকার ভোগ হইতে পারেনা, অর্থাৎ সকলের ধর্ম্ম দ্বারা সকলের একরূপ ভোগ হইতে পারে।

শিষ্য। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। সাবধানে শ্রবণ কর। সকলের সকল কর্ম্মই যদি সকলের ভোগের হেতু হয়, তবে সকলের সকল কর্ম্মদ্বারা যে

ভোগর সৃষ্টি হইবে তাহা সকলের পক্ষেই সমান হওয়া উচিত তাহা হইলে সকলেরই একরূপ বা সমান ভোগ হওয়াই উচিত হয়।

শিষ্য। তবে কি প্রকৃতিনিবন্ধনই বন্ধন হয়? অর্থাৎ প্রকৃতি আছে বলিয়াই কি পুরুষের বন্ধ হয়?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, উহা পরতন্ত্রা বা পরাধীনা, অর্থাৎ প্রকৃতিও কোন কিছুর সংযোগবিশেষের অধীন না হইয়া বন্ধ বা পুরুষে দুঃখার্পণ করিতে পারে না।

শিষ্য। তবে কি অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ হয়?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। অবিদ্যা বস্তু নহে, উহা মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ, যাহা স্বপ্ন-দৃষ্ট-রজ্জুবৎ মিথ্যা তাহা দ্বারা বন্ধ কিরূপে হইবে?

শিষ্য। অবিদ্যাকে বস্তু মানিলে হানি বা দোষ কি?

গুরু। অবিদ্যাকে বস্তু মানিলে, অবিদ্যা বস্তু নহে—উহা মিথ্যা, এই যে সিদ্ধান্ত, তাহার হানি হয়,—আর অবিদ্যা বাদীরা বিজাতীয় দ্বৈত মানে না, অবিদ্যাকে বস্তু মানিলে তাহাদের মতে বিজাতীয় দ্বৈতের প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ অবিদ্যা বাদীরা বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যকিছু মানে না, তাহাদের মতে বিজ্ঞানাদ্বৈতই তত্ত্ব, অবিদ্যা বিজ্ঞান জাতীয় নহে অথচ তাহা তত্ত্ব বা বস্তুভূত এইরূপ

মানিলে বিজ্ঞানের বিজাতীয় অন্য পদার্থের অস্তিত্বের অঙ্গীকার করা হয়।

শিষ্য। অবিদ্যাকে সত্য ও মিথ্যা এই উভয়স্বরূপা মানিতে পারি কি?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সত্য, মিথ্যা এই উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট এক পদার্থের প্রতীতিই হয় না।

শিষ্য। অনিয়ত পদার্থবাদীর পক্ষে এইরূপ স্বীকারে দোষ কি?

গুরু। অনিয়ত পদার্থবাদীর পক্ষে নিয়মিত পদার্থের স্বীকার না থাকিলে ও যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থের স্বীকার করা উচিত নহে, তাহা হইলে তাহারা বালক ও উন্মত্তের তুল্য হয়।

শিষ্য। তবে কি অনাদি বিষয়োপরাগ-নিমিত্তক বন্ধন হয়?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যাহারা অনাদি বিষয়োপরাগ-নিমিত্তক বন্ধন মানে তাহাদের মতে বিষয় বাহিরে আর আত্মা শরীরের মধ্যে, মধ্যে প্রাচীরবৎ শরীর ব্যবধায়ক থাকে, সুতরাং বাহিরের বিষয়ের সহিত ব্যবহিত শরীরস্থ আত্মার সম্বন্ধ হইতে পারে না।

শিষ্য। তবে কি শরীরে প্রবেশ-বিশেষরূপ গতি দ্বারা বন্ধ হয় ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। পুরুষ বিভু (ব্যাপক) ও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাহার গতি হইতে পারে না।

শিষ্য। তবে পুরুষের গতির শ্রুতি কিরূপে সম্ভব হয় ?

গুরু। তাহা আকাশের দৃষ্টান্তে উপাধিদ্বারা সম্ভব হয়, অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বব্যাপী ও পূর্ণ, সুতরাং তাহার গতি নাই, অথচ তাহাতে ঘটাদি উপাধির গতি যেরূপ উপচরিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও শরীরের গতি উপচরিত হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি চেষ্টা বিশেষরূপ কর্ম্মদ্বারা পুরুষের বন্ধ হয় ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহাদ্বারা বন্ধ হইতে পারে না।

শিষ্য। কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম, ইহা মানিলে হানি কি ?

গুরু। কর্ম্মকে পুরুষের ধর্ম্ম মানিলে নির্গুণাদি শ্রুতির বিরোধ হয়।

শিষ্য। কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম না-ই বা হউক, কিন্তু তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধনে বাধা কি?

গুরু। একের ধর্ম্মের দ্বারা অন্যের বন্ধন মানিলে অতি-প্রসঙ্গ দোষ হয়, অর্থাৎ অমুক্ত পুরুষের ধর্ম্ম দ্বারা মুক্ত পুরুষেরও বন্ধন হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি বন্ধের কোন কারণ নাই?

গুরু। নিশ্চয়ই কারণ আছে।

শিষ্য। কি কারণে বন্ধ হয়?

গুরু। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, তাহার বন্ধযোগ বা দুঃখ সম্বন্ধ প্রকৃতির যোগ ব্যতীত হয় না।

শিষ্য। প্রকৃতিযোগ কিরূপে হয়?

গুরু। প্রকৃতিযোগ অবিবেক মূলক ও অনাদি। পুরুষ যে প্রকৃতির সহিত অবিভক্ত ভাবে অবস্থান করে তাহাই পুরুষের বন্ধের বা সংসারের কারণ।

শিষ্য। তবে মুক্ত পুরুষের প্রকৃতি যোগ হয় না কেন?

গুরু। মুক্তের অবিবেক নাই সুতরাং তাহার প্রকৃতি যোগ হয় না।

শিষ্য। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই যখন ব্যাপকতা বা বিভুত্ব আছে তখন যোগ হইবে না কেন?

গুরু। যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ বা সম্বন্ধ মাত্র নহে, পরন্তু বিশেষ সম্বন্ধ, অর্থাৎ যে সম্বন্ধ দ্বারা পুরুষের বন্ধনাভাস

প্রকাশিত হয়। সে সম্বন্ধ অবিবেকী পুরুষেরই হয় বিবেকী মুক্ত পুরুষের নহে।

শিষ্য। তবে কি অবিবেকনিবন্ধন সত্যবন্ধন হয়?

গুরু। না, অবিবেক নিবন্ধন এইবন্ধ বুদ্ধিসম্ভোপাধিক, সুতরাং ইহাকে ঔপাধিক সংসর্গকৃত বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কথাটা পরিষ্কার বুঝিলাম না।

গুরু। তাৎপর্য্য এই, বুদ্ধিতত্ত্বের প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হইলে পুরুষ তাহাদ্বারা নিজকে সুখী, দুঃখী ও মূঢ় ভাবিয়া কাল্পনিক দুঃখ দ্বারা বন্ধ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বদ্ধ হয়।

শিষ্য। অবিবেক নাশ কিসে হয়?

গুরু। বিবেকতঃ; বিবেক হইতেই অবিবেকের নাশ হয়, অর্থাৎ আলোক উপস্থিত হইলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না সেইরূপ বিবেক উপস্থিত হইলে আর অবিবেক থাকে না।

শিষ্য। বিবেক দ্বারা প্রকৃতির অবিবেক নস্ট হউক, অপর অবিবেক অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির অবিবেক কিসে নষ্ট হয়?

গুরু। প্রকৃতির অবিবেকই নিখিল অবিবেকের কারণ, সুতরাং প্রকৃতির অবিবেক নষ্ট হইলে নিখিল অবিবেকই নষ্ট হয় অর্থাৎ প্রকৃতির বিবেক উপস্থিত হইলে আর কোন অবিবেকই থাকে না।

শিষ্য। তবে কি পুরুষে অবিবেকাদি আছে?

গুরু। না। দুঃখ সম্বন্ধরূপ বন্ধনই হউক আর অবিবেকই হউক,—সমস্তই চিত্তে (বুদ্ধিতে) থাকে পুরুষে উহা বাঙ্‌মাত্র—কথার কথামাত্র অর্থাৎ উপচার বা কল্পনা মাত্র। অর্থাৎ বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহাত্মক প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হইলে পুরুষ তাহাতে যে নিজের সুখ দুঃখ মোহ মনে করে তাহাই তাহার বন্ধন, বাস্তবিক বন্ধন নহে।

শিষ্য। পুরুষের যদি বাস্তবিক দুঃখই না থাকে তবে আর দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা কেন?

গুরু। পুরুষে বুদ্ধির এই প্রতিবিম্ব নিবৃত্তির জন্য পুরুষের চেষ্টা।

শিষ্য। তবে কি পুরুষের চেষ্টাআছে?

গুরু। না, তাহাও নাই, উহাও বুদ্ধির সম্বন্ধে কাল্পনিক। বস্তুতঃ বিবেক, অবিবেক, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিকের, পুরুষের এই সকল কিছুই নাই, তবে উহাদের সম্বন্ধ—বিশেষদ্বারা পুরুষে বিবেকাদি আরোপিত হয়।

শিষ্য। যদি পুরুষের দুঃখ বাস্তবিকই না হয় কাল্পনিকই হয় তবে কেবল যুক্তি দ্বারাই তাহার নাশ বা নিবৃত্তি হয় না কেন?

গুরু। যেরূপ দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল যুক্তি দ্বারা বিদূরিত হয় না, সেরূপ পুরুষের কাল্পনিক বা অবাস্তবিক দুঃখও বিবেক সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল যুক্তি দ্বারা বিদূরিত হয় না।

শিষ্য। মোক্ষ কি ?

গুরু। উহা প্রথম সূত্র দ্বারাই উক্ত হইয়াছে, স্মরণ কর। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই মোক্ষ।

শিষ্য। মোক্ষে পুনর্জ্জন্ম থাকে কি ?

গুরু। না ; মোক্ষে পুনর্জ্জন্ম থাকে না।

শিষ্য। মোক্ষে পুনর্জ্জন্ম না থাকিলে উহাতে দুঃখের ন্যায় সুখও কি থাকে না ?

গুরু। না ; মোক্ষে সুখ ও দুঃখ কিছুই থাকে না।

শিষ্য। মোক্ষে দুঃখের ন্যায় সুখেরও যদি অভাব হয় তবে উহাতে বুদ্ধিমান্‌দিগের প্রবৃত্তি হয় কি ?

গুরু। হয়।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। মুমুক্ষুদিগের বিষয়-সুখের অভিলাষই থাকেনা, সুতরাং মোক্ষে সুখ না থাকাতে ও উহাতে বুদ্ধিমান্‌দিগের প্রবৃত্তিতে কোন বাধা হয় না। বিশেষতঃ দুঃখ-সম্বন্ধশূন্য সুখ থাকে না, এজন্য বুদ্ধিমান্ লোক সুখের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াও দুঃখাভাবের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

শিষ্য। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দৃষ্ট বা লৌকিক ঔষধাদি, কামিনী প্রভৃতি ও নীতি শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতি উপায় দ্বারা হয় কি ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় দ্বারা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের নিবৃত্তি কদাচিৎ হইয়াও থাকে আর কদাচিৎ নাও হইয়া থাকে, আর নিবৃত্তি হইলেও পুনঃ তাহার বা তজ্জাতীয় আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক বা পুনরাবৃত্তি-রহিতনিবৃত্তি হয় না।

শিষ্য। যদি লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না-ই হয় তবে লৌকিক উপায়ের আবশ্যক বা প্রয়োজন কি?

গুরু। লৌকিক উপায়ের প্রয়োজন আছে, ক্ষুধাতুর প্রাণী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নাদি ভোজন করে, উহাতে ক্ষুধার চির-নিবৃত্তি না হইলেও কিছু কালের জন্য নিবৃত্তি হয়, এই সাময়িক নিবৃত্তির জন্য অন্নাদি ভোজনের যেরূপ প্রয়োজন, ঔষধাদি লৌকিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের চির নিবৃত্তি না হইলেও সাময়িক নিবৃত্তি হয়, এ জন্য লৌকিক উপায়েরও সেরূপ প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতীকার হয় না, হইলেও আত্যন্তিক নহে, এ জন্য বিবেকীর পক্ষে লৌকিক উপায় হেয় বা উপেক্ষণীয়।

শিষ্য। লৌকিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু বৈদিক যজ্ঞাদিরূপ অদৃষ্ট বা অলৌকিক উপায়ের দ্বারা ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে?

গুরু। অলৌকিক উপায়ের দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। বৈদিক যাগাদিরূপ অদৃষ্ট বা অলৌকিক উপায় ও লৌকিক উপায়েরই তুল্য।

শিষ্য। কেন?

গুরু। বৈদিক যাগাদিতে পশুবধাদিজনিত পাপ হয়, সুতরাং উহাতেও দুঃখের সংস্রব থাকে এবং যাগাদির ফল স্বর্গাদি,—উহা বিনশ্বর সুতরাং কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার দুঃখে পতিত হইতে হয়, এবং স্বর্গাদি সুখের তারতম্য আছে, সুতরাং উহাতেও অধিক সুখীর সুখ দেখিয়া অল্প সুখীর দুঃখ জন্মে, এ জন্য যাগাদি অলৌকিক উপায় দ্বারা ও দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

শিষ্য। যদি যাগাদি ও দুঃখের কারণ হয় তবে উহাতে বুদ্ধিমানদিগের প্রবৃত্তি হয় কেন?

গুরু। উহাতে পাপের অপেক্ষা পুণ্য এবং দুঃখের অপেক্ষা সুখ সমধিক বলিয়াই বুদ্ধিমানদিগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। যাগাদির ফল যে ক্ষয়ী বা নশ্বর এবং তদনন্তর যে পুনঃ দুঃখে পতিত হইতে হয়, তাহা কিসে বুঝিব?

গুরু। ভগবদগীতায় আছে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" যাগাদি দ্বারা স্বর্গাদি লোকের লাভ হয় বটে, কিন্তু ভোগ দ্বারা উহার ক্ষয় হইলে পুনঃ মর্ত্ত্যাদি লোকে আসিতে হয়, মর্ত্ত্যাদি লোক প্রাপ্ত হইলেই পুনঃ দুঃখ উপস্থিত হয় সুতরাং উহাতে পতিত হইতে হয়।

শিষ্য। যদি স্বর্গাদি লোক হইতেও পুনঃ মর্ত্ত্যাদি লোকে আসিতে হয় তবে ব্রহ্মলোকগামীর অপুনরাবৃত্তি শ্রুতির কিসে উপপত্তি হয়?

গুরু। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞদিগের জন্যই অপুনরাবৃত্তি শ্রুতি, অবিবেকীদিগের জন্য নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকবাসীদিগের মধ্যে ব্রহ্মলোকে যাহাদের বিবেক উপস্থিত হয় তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি নাই, আর যাহাদের তথায়ও বিবেক না জন্মে তাহাদের ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি আছে।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না?

গুরু। না; সকাম কর্ম্মই হউক আর নিষ্কাম কর্ম্মই হউক, উহাদ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় না।

শিষ্য। তবে কর্ম্মের প্রয়োজন কি?

গুরু। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকার হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ হয়। মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান আর জ্ঞানের কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহার কারণ সকাম কর্ম্ম। বস্তুতঃ মোক্ষ কর্ম্ম সাধ্য নহে, স্বর্গাদিই কর্ম্মসাধ্য। এইজন্যই উহা শস্যাদির ন্যায় ক্ষয়িষ্ণু; আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত, বিবেকজ্ঞান বন্ধনমাত্র নিবৃত্তি করে, কিছু জন্মায় না, অবিবেক নিবৃত্তি হইলে মুক্তি প্রকাশিত এবং ব্যবস্থাপিত হয় মাত্র, উৎপন্ন হয় না। যাহা ছিল না তাহাই হইল—এরূপ হইলেই উৎপত্তি বলা যায়।

শিষ্য। তবে কিসে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় ?

গুরু। বিবেক্তব্য পদার্থসমূহের সম্যক্ বিবেকজ্ঞান হইতে, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক প্রহাণ হয়। "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাঽপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

শিষ্য। এই বিবেক কেবল শ্রবণ দ্বারাই হয় না কেন ?

গুরু। বিবেকের তিন প্রকার অধিকারী আছে; উত্তম, মধ্যম ও অধম, তন্মধ্যে উত্তমাধিকারীর শ্রবণ দ্বারাই বিবেক হয়, মধ্যম অধিকারীর শ্রবণ ও মনন—এই উভয় দ্বারা বিবেক জন্মে আর অধম অধিকারীর বিবেকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই সকলেরই অপেক্ষা আছে; এইজন্য শ্রবণ মাত্র বা কেবল শ্রবণে সকলের বিবেক হয় না।

শিষ্য। বিবেক্তব্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পদার্থ কি কি ?

গুরু। (১) প্রকৃতি, (২) মহান্, (৩) অহঙ্কার, (৪) শব্দ-তন্মাত্র, (৫) স্পর্শতন্মাত্র, (৬) রূপতন্মাত্র, (৭) রসতন্মাত্র, (৮) গন্ধতন্মাত্র, (৯) শ্রোত্র, (১০) ত্বক্, (১১) চক্ষুঃ, (১২) রসনা, (১৩) ঘ্রাণ, (১৪) বাক্, (১৫) পাণি, (১৬) পাদ, (১৭) পায়ু, (১৮) উপস্থ, (১৯) মন, (২০) আকাশ, (২১) বায়ু, (২২) তেজঃ, (২৩) জল, (২৪) পৃথিবী, (২৫) পুরুষ।

শিষ্য। যদি এই কয়েক তত্ত্বমাত্রই সত্য হয় তবে গুণাদি কি নাই ?

গুরু। আছে, গুণাদি যথাসম্ভব ইহাদেরই অন্তর্গত, অর্থাৎ গুণাদি যাহাতে থাকে তাহারই অন্তর্গত, সুতরাং গুণাদির আর পৃথক সত্তা নাই।

শিষ্য। এই তত্ত্বসমূহের কোন ও প্রাচীন শ্রেণীভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। (১) প্রকৃতি, (২) প্রকৃতি বিকৃতি, (৩) বিকৃতি, (৪) অনুভয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও নহে বিকৃতি ও নহে,—এই চারি শ্রেণী আছে।

শিষ্য। প্রকৃতি কি ?

গুরু। কেবল কারণ।

শিষ্য। কেবল কারণ কে ?

গুরু। যাহা কার্য্য সমূহের আদি কারণ বা মুল কারণ মূল অথবা উপাদান বা উহাই কেবল কারণ, অর্থাৎ উহাই মূল প্রকৃতি, উহা কাহার ও বিকৃতি বা বিকার বা কার্য্য নহে।

শিষ্য। মূল প্রকৃতির কি কোন ও কারণ নাই ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। উহার ও কারণ থাকিলে উহা আদি কারণ বা মূল কারণ বা মূল উপাদান বা মূল প্রকৃতি হইতে পারে না, যাহা মূল কারণ তাহার আর মূল বা কারণ থাকে না, যদি তাহার ও

মূল বা কারণ মানা যায় তবে তাহাকে কেবল কারণ বা আদি কারণ বা মূল প্রকৃতি বলিতে পারা যায় না।

শিষ্য। মূল প্রকৃতির ও কারণ মানিলে হানি কি ?

গুরু। যাহার কারণ মানা যায় তাহাকে মূল বলা যায় না; আর মূল প্রকৃতির কারণ মানিলে তাহার কারণ, তাহার কারণ ইত্যাদি রূপে অনবস্থা হয়।

শিষ্য। অনবস্থার স্বীকারে দোষ কি ?

গুরু। ব্যবস্থার সম্ভব হইলে অনবস্থার বা অব্যবস্থার কল্পনা উচিত নহে।

শিষ্য। প্রকৃতি বিকৃতি কি ?

গুরু। যাহা কারণও হয় কার্য্যও হয় তাহা প্রকৃতি বিকৃতি।

শিষ্য। প্রকৃতি বিকৃতি কে ?

গুরু। (১) মহান্, (২) অহঙ্কার, (৩) শব্দতন্মাত্র, (৪) স্পর্শতন্মাত্র, (৫) রূপতন্মাত্র, (৬) রসতন্মাত্র, (৭) গন্ধ-তন্মাত্র—এই সাতটীই প্রকৃতি বিকৃতি, অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতিও হয় বিকৃতিও হয়।

শিষ্য। কিরূপে হয় ?

গুরু। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি বা কারণ, এবং মূল প্রকৃতির বিকৃতি বা কার্য্য, সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণও হয় কার্য্যও হয়। অহঙ্কার তত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশে-ন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা কারণ এবং মহত্তত্ত্বের বিকৃতি বা কার্য্য

সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ. কারণও হয় কার্য্যও হয়। শব্দতন্মাত্র আকাশের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারের বিকৃতি সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণও কার্য্যও। স্পর্শতন্মাত্র বায়ুর প্রকৃতি ও অহঙ্কারের বিকৃতি সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যও। রূপতন্মাত্র তেজের প্রকৃতি ও অহঙ্কারের বিকৃতি সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণও কার্য্যও। রসতন্মাত্র জলের প্রকৃতি ও অহঙ্কারের বিকৃতি সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণও কার্য্যও। গন্ধতন্মাত্র পৃথিবীর প্রকৃতি এবং অহঙ্কারের বিকৃতি সুতরাং প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কারণও হয় কার্য্যও হয়।

শিষ্য। বিকৃতি কি ?

গুরু। কেবল বিকার বা কার্য্য।

শিষ্য। বিকৃতি অর্থাৎ কেবল বিকার কে ?

গুরু। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোলটী বিকৃতি অর্থাৎ কেবল কার্য্য, ইহারা কাহারও কারণ নহে।

শিষ্য। পৃথিবী প্রভৃতিও ত প্রকৃতি বিকৃতি হইতে পারে ? কেন না, গো পৃথিবী, উহা দুগ্ধের প্রকৃতি, আর দুগ্ধ মাখনের প্রকৃতি, আর মাখন ঘৃতের প্রকৃতি ইত্যাদি।

গুরু। প্রকৃতি শব্দের অর্থ কেবল কারণ নহে, পরন্তু তত্ত্বান্তরের অর্থাৎ অন্য তত্ত্বের উপাদান কারণই প্রকৃতি, গোদুগ্ধ প্রভৃতি সকলই পৃথিবীতত্ত্ব, অন্যতত্ত্ব নহে, সুতরাং অন্যতত্ত্বের

কারণ-না হওয়ায় উহারা প্রকৃতি নহে। অন্য তত্ত্বের কারণ না হইলে প্রকৃতি বলা যায় না।

শিষ্য। অনুভয় রূপ বা প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এইরূপ পদার্থ কি ?

গুরু। পুরুষ; উহা অন্যকে জন্মায়ও না, স্বয়ং জন্মেও না, উহা কারণও হয় না কার্য্যও হয় না, সুতরাং পুরুষ অনুভয়-রূপ অর্থাৎ কারণও নহে কার্য্যও নহে।

শিষ্য। বিবেক্তব্য পদার্থের আদিভূতা প্রকৃতি কি ?

গুরু। (১) সত্ত্ব, (২) রজঃ, (৩) তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।

শিষ্য। তবে কি বৈষম্যাবস্থায় প্রকৃতিত্ব থাকে না ?

গুরু। থাকে বৈ কি, সাম্যাবস্থা উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ যাহার কখনও সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে এইরূপ সত্ত্বাদি দ্রব্য-ত্রয়ের নামই প্রকৃতি।

শিষ্য। প্রকৃতির অন্য নাম আছে কি ?

গুরু। আছে; যথা—প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্‌যোনি, জগ-দ্বীজ, অজা, মায়া প্রভৃতি।

শিষ্য। এই প্রকৃতি কিরূপ ?

গুরু। এই প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণত্রয় স্বরূপা, কারণ রহিতা, নিত্যা, ব্যাপিকা, নিয়ত বা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াহীনা বা স্পন্দাদি ক্রিয়াহীনা, অনাশ্রিতা, অলিঙ্গা, অর্থাৎ প্রকৃতির বা নিজের অনুমাপিকা নহে, একা অর্থাৎ যাহারা একই প্রকৃতি মানে

তাহাদের মতে সজাতীয় দ্বিতীয় রহিতা, আর যাহারা বহু প্রকৃতি মানে তাহাদের মতে একা শব্দের অর্থ অভিন্না অর্থাৎ সর্গভেদে বা সৃষ্টিভেদে ভিন্না নহে, অথবা পুরুষভেদে ভিন্না নহে, নিরবয়বা অর্থাৎ অসংযুক্তা এবং অবিভক্তা, অপরতন্ত্রা অর্থাৎ অন্য অচেতনের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্য করণে সমর্থা, অচেতনা এবং পরিণামিনী। এই প্রকৃতিই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিখিল কার্য্যের উপাদান হয়।

শিষ্য। মূল প্রকৃতির অস্তিত্ব মানিব কেন?

গুরু। কারণের গুণ হইতে কার্য্যের গুণ আবির্ভূত হয়, কারণ যাদৃশগুণসম্পন্ন হয়, কার্য্যও তাদৃশগুণসম্পন্ন হয়, তন্তু শুক্ল হইলে তদুৎপন্ন বস্ত্র ও শুক্ল হয়, সেইরূপ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক মহদাদি কার্য্যেরও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক কারণ থাকা আবশ্যক, সেই সুখ দুঃখ মোহাত্মক যে কারণ তাহাই মূল কারণ প্রকৃতি।

শিষ্য। অব্যক্ত বা মূল কারণ বা মূল প্রকৃতির স্বীকারে আর কি যুক্তি আছে?

গুরু। মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত কার্য্য সকল পরিমিত, যাহারা পরিমিত তাহাদের অব্যক্ত কারণ আছে, যেমন পরিমিত ঘটাদির অব্যক্ত কারণ মৃৎপিণ্ডাদি। মহদাদি কার্য্য সকল সুখ-দুঃখ-মোহ-সমনুগত, অতএব নিশ্চয়ই উহাদের সুখাদি স্বভাব অব্যক্ত কারণ আছে। যে কারণে অব্যক্ত ভাবে যে কার্য্য থাকে সেই কারণ হইতেই সেই

কার্য্যের আবির্ভাব হয়, মহদাদি সৎকার্য্যসকল যাহাতে অনভিব্যক্ত ভাবে অবস্থান করিয়া আবির্ভূত হয়, সেটী পরম অব্যক্ত। কার্য্য সকলের স্ব স্ব কারণ হইতে বিভাগ ও অবিভাগ এই উভয়ই দেখা যায়, যে সময় কারণ হইতে কার্য্য নিঃসৃত বা আবির্ভূত হয় তখন বিভক্ত বলিয়া ব্যবহার হয় এবং যখন কারণে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে বা লীন থাকে তখন অবিভক্ত বলিয়া ব্যবহার হয়। মহদাদি কার্য্য যে কারণ হইতে উক্ত ভাবে বিভক্ত হয় এবং যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্ত হয় সেটীই পরম অব্যক্ত, প্রধান বা মূল প্রকৃতি।

শিষ্য। একটু পরিস্ফুট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

গুরু। মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি-প্রকার কার্য্য সকলের অব্যক্ত নামক মূলকারণ আছে, কেন না, ঘটাদি নানাবিধ কার্য্যবর্গের কারণের সহিত বিভাগ ও অবিভাগ এই উভয়ই আছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্য থাকে এইরূপই নিয়ম, অতএব যেরূপ মস্তকাদি অবয়বসমূহ কূর্ম্মশরীর হইতেই নিঃসৃত হইতেছে এই অবস্থায় এইটী কূর্ম্মের শরীর এই সমস্ত উহার অবয়ব এইরূপ বিভক্ত ব্যবহার হয়, সেইরূপে কূর্ম্মের অবয়ব সকল কূর্ম্মশরীরে প্রবেশ করতঃ তাহাতে অব্যক্ত হয়, অর্থাৎ তখন কূর্ম্ম শরীর হইতে উহার মস্তকাদি অবয়ব বিভক্ত দৃষ্ট হয় না, এইরূপ ঘট, কুণ্ডল ও মুকুটাদি কার্য্য সকল মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণপিণ্ডরূপ কারণে থাকিয়াই উহা হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া বিভক্তরূপে ব্যবহার হয়।

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতও শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রে থাকিয়াই উহা হইতে আবির্ভূত হইয়া বিভক্ত হয়। পঞ্চতন্মাত্র নিজের কারণ অহঙ্কারে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়, অহঙ্কার স্বকারণ মহত্তত্ত্বে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়, মহত্তত্ত্ব স্বকারণ পরম অব্যক্তে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়, এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত কার্য্য সকলের বিভাগ হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে ঘট কুণ্ডল মুকুটাদি কার্য্য মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপ কারণে বিলীন হইয়া অব্যক্ত হয় অর্থাৎ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণ অব্যক্ত এবং কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্য ব্যক্ত, অর্থাৎ কারণ কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয় আর কার্য্য কারণরূপে অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ যখন ঘট মুকুটাদি কার্য্য লীন হইয়া মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণ খণ্ডরূপে পরিণত হয় তখন আর মৃৎপিণ্ডাদি কারণ ঘটাদি কার্য্যরূপে ব্যক্ত থাকে না, সুতরাং তখন অব্যক্ত বলে। এইরূপে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম ভাবে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অপেক্ষা করিয়া তন্মাত্রকে অব্যক্ত করে, তন্মাত্র-পঞ্চক অহঙ্কারে প্রবেশ করিয়া অহঙ্কারকে অব্যক্ত করে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া মহত্তত্ত্বকে অব্যক্ত করে, মহত্তত্ত্ব নিজকারণ মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া উহাকে অব্যক্ত করে। উক্তরূপে প্রকৃতির কোথাও বিলয় নাই। কারণে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের বিভাগ ও অবিভাগ হয়

বলিয়াই মূল কারণ পরম অব্যক্ত সত্তামাত্রাবশিষ্ট—ইহা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে মহদাদি কার্য্য যাহাতে অনভিব্যক্ত থাকিয়া সৃষ্টিকালে যাহা হইতে আবির্ভূত হইলে বিভক্ত বলিয়া কথিত হয় এবং প্রলয়কালে যাহাতে অব্যক্তরূপে লীন হয় সেইটীই পরম অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি।

শিষ্য। অব্যক্তের প্রবৃত্তি কিরূপ হয়?

গুরু। অব্যক্ত অর্থাৎ আদি কারণ বা মূল প্রকৃতি প্রলয়-কালে সত্ত্ব, সত্ত্বরূপে, রজঃ, রজোরূপে, তমঃ, তমোরূপে অর্থাৎ সদৃশরূপে পরিণত হয়, আর সৃষ্টিকালে জীবের অদৃষ্টনিবন্ধন সত্ত্বাদির এক একটীর আবির্ভাব হয় অপর দুইটী সহকারীরূপে কার্য্য করে, এইরূপে একরূপ কারণ হইতেও বিচিত্র কার্য্যসমূহের আবির্ভাব হয়। বৃষ্টির জল একরস-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা স্থানবিশেষে পতিত হইয়া নারিকেল প্রভৃতি নানাফলের রসরূপে মধুরাদি বিবিধ রস ধারণ করে, একরূপ জল হইতে নানা রসের আবির্ভাবের ন্যায় একরূপ মূল কারণ হইতে সত্ত্বাদিপ্রধান বিচিত্র কার্য্যের আবির্ভাব হইতে পারে।

শিষ্য। এই প্রকৃতি কি সত্ত্বাদি গুণময়ী, অথবা সত্ত্বাদি গুণবতী? অর্থাৎ প্রকৃতি কি সত্ত্বাদিগুণস্বরূপা, না সত্ত্বাদি গুণের আধার?

গুরু। প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণময়ী, সত্ত্বাদি গুণবতী নহে।

শিষ্য। মূল প্রকৃতি অর্থাৎ আদি কারণ এক কি অনেক ?

গুরু। এ বিষয়ে মহর্ষির স্পষ্ট কোনও উপদেশ নাই, পরন্তু সাংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ প্রকৃতির একত্ব স্বীকার করেন, কেহ বা বহুত্ব স্বীকার করেন।

শিষ্য। এই সত্ত্বাদি কি বাস্তবিকই গুণ ?

গুরু। না, গুণ নহে, সত্ত্বাদি সকলই দ্রব্য।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। সত্ত্বাদি বাস্তবিক গুণ হইলে উহাদের সংযোগ ও বিভাগ হইতে পারে না, এবং উহারা অনাশ্রিত ও উপাদান হইতে পারে না।

শিষ্য। সত্বাদি যদি দ্রব্যই হয় তবে ইহাদিগকে গুণ বলে কেন ?

গুরু। সত্ত্বাদি পুরুষের উপকরণ হয় এবং রজ্জু-গুণবৎ পুরুষরূপ পশুর বন্ধনজনক হয় এজন্য ইহাদিগকে গুণ বলা হয়।

শিষ্য। প্রকৃতির বাস্তবিক লক্ষণ কি ?

গুরু। সাক্ষাৎই হউক বা পরম্পরাই হউক—নিখিল বিকারের উপাদানই প্রকৃতি অর্থাৎ নিখিল কার্য্যের মূল বা আদি কারণের নাম প্রকৃতি ; এই প্রকৃতিই বুদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ আর অহঙ্কারাদির পরম্পরা কারণ।

শিষ্য। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?

গুরু। প্রকৃষ্ট কৃতি বা পরিণাম আছে যাহার অথবা প্রকৃষ্টরূপে করে যে এই ব্যুৎপত্তি।

শিষ্য। পরমাণুকে মূল কারণ মানা হয় না কেন?

গুরু। উহা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা সকলের উপাদান বা মূলকারণ হইতে পারে না।

শিষ্য। অভাব মুল কারণ হয় না কেন? দেখাও যায় বীজাদির অভাবেই অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়।

গুরু। অভাব কোন বস্তু নহে, উহা অবস্তু, যাহা অবস্তু তাহা হইতে বস্তুর আবির্ভাব হইতে পারে না।

শিষ্য। জগৎও অবস্তু বা মিথ্যাই হউক না কেন?

গুরু। জগৎ অবস্তু নহে; কেন না, যাহা অবস্তু তাহা বাধিত ও দুষ্ট করণ জন্য হইয়া থাকে, কিন্তু জগৎ বা জাগতিক বস্তু সকলের বাধও দেখা যায় না শঙ্খে পীতবর্ণের ভ্রমের ন্যায় দুষ্ট করণ জন্যত্বও দেখা যায় না।

শিষ্য। কর্ম্ম প্রভৃতিই মূল কারণ হয়না কেন?

গুরু। না; তাহা হইতে পারেনা, কর্ম্মাদি দ্রব্য নহে-অদ্রব্য, যাহা অদ্রব্য তাহা জগদ্রূপ দ্রব্যের উপদান হইতে পারে না।

শিষ্য। তবে কি স্থির করিব?

গুরু। প্রকৃতিই জগতের উপাদান,—ইহাই স্থির কর।

শিষ্য। সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি?

গুরু। সতের ভাবের নাম সত্ত্ব অর্থাৎ উৎকৃষ্টত্ব বা উত্তমত্ব সুতরাং পুরুষের উৎকৃষ্ট বা উত্তম উপকরণই সত্ত্বশব্দের অর্থ।

শিষ্য। রজঃশব্দের অর্থ কি?

গুরু। রাগযোগতঃ পুরুষের মধ্যম উপকরণই রজঃ-শব্দের অর্থ।

শিষ্য। তমঃশব্দের অর্থ কি?

গুরু। অধর্ম্ম ও আবরণের সম্বন্ধতঃ পুরুষের অধম উপকরণই তমঃশব্দের অর্থ।

শিষ্য। সত্ত্বের স্বরূপ কি?

গুরু। সত্ত্ব সুখ-স্বরূপ, লঘু অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতির হেতু ও প্রকাশক অর্থাৎ বিষয়ের উদ্ভাসক বা অর্থজ্ঞানের আবরণের নাশক; ইহার প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষাদি বহুভেদ বা কার্য্য থাকিলেও সামান্যতঃ ইহাকে সুখাত্মকই বলাহয়

শিষ্য। ইহার বৃত্তি কি?

গুরু। ইহার শান্তা বৃত্তি।

শিষ্য। সত্ত্ব কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে?

গুরু। সত্ত্ব নিজের শান্তাবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে।

শিষ্য। রজোগুণের স্বরূপ কি?

গুরু। রজোগুণ দুঃখ স্বরূপ, উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের প্রবর্ত্তক বা চালক, চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল। ইহার শোক প্রভৃতি বহুভেদ বা কার্য্য থাকিলেও সামান্যতঃ ইহাকে দুঃখাত্মকই বলা হয়।

শিষ্য। রজোগুণের বৃত্তি কি?

গুরু। রজোগুণের ঘোরা বৃত্তি।

শিষ্য। রজোগুণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে?

গুরু। রজোগুণ নিজের ঘোরা বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের কার্য্য সম্পাদন করে।

শিষ্য। তমোগুণের স্বরূপ কি?

গুরু। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু অর্থাৎ চলনের বাধক, আবরক অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণের নিয়ামক। ইহার নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহুভেদ বা কার্য্য থাকিলেও সামান্যতঃ ইহাকে মোহাত্মকই বলা হয়।

শিষ্য। তমোগুণের বৃত্তি কি?

গুরু। তমোগুণের মূঢ়া বৃত্তি।

শিষ্য। তমোগুণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য সম্পাদন করে?

গুরু। তমোগুণ নিজের মূঢ়া বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের কার্য্য সম্পাদন করে।

শিষ্য। এই গুণত্রয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য কি আছে?

গুরু। এই গুণত্রয় পরস্পর অভিভব করে অর্থাৎ একগুণ অপর গুণদ্বয়কে দুর্ব্বল করতঃ স্বকীয় কার্য্যে উন্মুখ হয়, এই গুণত্রয় পরস্পরাশ্রিত অর্থাৎ একগুণ স্বকীয় কার্য্যোৎপাদনে অন্যগুণের সাহায্য প্রার্থী, এই গুণত্রয় পরস্পর পরিণামের হেতু এবং মিথুন অর্থাৎ নিত্য সহচর।

শিষ্য। এই গুণত্রয় ত পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহা বিরুদ্ধ তাহা কিরূপে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে ?

গুরু। যেরূপ তৈল, দশা (বর্ত্তি বা পলিতা) ও অগ্নি ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর সম্মেলনে প্রদীপ স্বরূপ হইয়া বস্তু প্রকাশ করে, অথবা যেরূপ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করে সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও মিলিত হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে।

শিষ্য। সত্ত্বের লঘুত্ব, রজের চঞ্চলত্ব ও তমের গুরুত্ব এই সকল কিসে জানিব ?

গুরু। প্রণিধান করিলে নিজের চিত্তেই জানিতে পার। চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন বিষয়ের গ্রহণ বা অর্থেরবোধে বিলম্ব বা কষ্ট হয় না, সত্ত্বগুণের লঘুতার আবির্ভাবেই এইরূপ হয়, চিত্ত যখন অস্থির থাকে, তখন তড়িতের স্থায় এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে ধাবমান হয়, ইহা রজোগুণের ধর্ম্ম যে চঞ্চলতা তাহারই ফল, যখন চিত্ত অত্যন্ত অলস হয়, কার্য্যকরণে নিতান্ত অসমর্থ হয় তখন যেন নাই এই রূপই হয়, ইহা তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্বেরই ফল।

শিষ্য। প্রকৃতির স্থায় তজ্জনিত জগৎও কি ত্রিগুণাত্মক ?

গুরু। ইহাতে আর সন্দেহ কি ? প্রকৃতি সুখ-দুঃখ-মোহ এই গুণত্রয় স্বরূপা সুতরাং তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি সকলও গুণত্রয়-স্বরূপ এজন্য সুখ, দুঃখ ও মোহ স্বরূপ।

শিষ্য। প্রত্যেক বস্তুই যে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ স্বরূপ তাহা কিসে প্রমাণিত হয়?

গুরু। যে বস্তু এক সময়ে সুখ জন্মায় সেই বস্তুই কালান্তরে দুঃখ জন্মায়, তাহাই অন্যকালে মোহ জন্মায়।

শিষ্য। তবে এক বস্তু এক সময়েই সুখ দুঃখ মোহ উৎপাদন করে না কেন?

গুরু। করে না কে বলিল? তাহাও করিয়া থাকে, রূপ-যৌবন-কুল-শীল-সম্পন্না একই রমণী একই সময়ে স্বামীর সুখ সপত্নীর দুঃখ ও কামুক পুরুষান্তরের মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শিষ্য। সত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহারা কি এক এক ব্যক্তি, নাকি বহু?

গুরু। এ বিষয়ে সাংখ্যসম্প্রদায়ে মতভেদ আছে।

শিষ্য। কি মতভেদ?

গুরু। কাহারও মতে বহু, অর্থাৎ বহু সত্ব, বহু রজঃ, ও বহু তমঃ।

শিষ্য। বহু মানিতে হয় কেন?

গুরু। লঘুত্বাদি দ্বারা ইহাদের সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে; বহুর এক ধর্ম্মের নাম সাধর্ম্ম্য, যদি সত্ব বহু না হয় তবে লঘুত্ব সত্ত্বের সাধর্ম্ম্য কিরূপে হইতে পারে। বহু রজঃ না থাকিলে চলত্ব রজোগুণের সাধর্ম্ম্য কিরূপে হইতে পারে, এবং তমঃ বহু না হইলে গুরুত্ব তমোগুণের সাধর্ম্ম্য কি রূপে হইতে পারে।

শিষ্য। আর কি মত ?

গুরু। কাহারও মতে এক, অর্থাৎ একই সত্ব, একই রজঃ ও একই তমঃ।

শিষ্য। এইরূপ হইলে লঘুত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা সাধর্ম্ম্য কিরূপে হয় ?

গুরু। যাহারা একই সত্ব, একই রজঃ ও একই তমঃ মানে তাহাদের মতে "লঘ্বাদিধর্ম্মৈরন্যোন্যং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ গুণানাং" এই সূত্রের গুণের অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পুরুষার্থত্ব দ্বারা সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ এই গুণত্রয়ই পুরুষার্থ স্নতরাং এই তিনেরই পুরুষার্থত্বরূপ সাধর্ম্ম্য আছে, আর এই গুণত্রয়ের লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্ব দ্বারা পরস্পর বৈধর্ম্ম্য এইরূপ অর্থ করিতে হয়।

শিষ্য। এই বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি ?

গুরু। আমার অভিপ্রায় আমার সাংখ্যীয় গ্রন্থসকল দেখিয়া স্থির করিবে, এস্থানে কিছু বলিব না।

শিষ্য। সুখ দুঃখ মোহস্বরূপ একগুণ মানিলেই ত হয়, গুণ-ত্রয়ের অঙ্গীকার কেন ?

গুরু। সুখ দুঃখ মোহ—ইহারা পরস্পর বিরোধী, একই বস্তু এই বিরোধিত্রয়ের আশ্রয় বা আবির্ভাবের কারণ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত সুখের হেতু সত্ব, দুঃখের হেতু রজঃ, মোহের হেতু তমঃ এই গুণত্রয় মানিতে হয়।

শিষ্য। তবে সুখ ও প্রকাশাদি ভেদে বিলক্ষণ বা বহু গুণ,

দুঃখ ও প্রবৃত্ত্যাদি ভেদে বিলক্ষণ বা বহু গুণ, মোহ ও আবরণাদি ভেদে বিলক্ষণ বা বহু গুণ মানিতে হয় কি ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ, এ জন্য ইহারা একের কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং বিরুদ্ধত্রয়ের সমাবেশের জন্য গুণত্রয় মানিতে হয়, কিন্তু সুখ ও প্রকাশ অবিরুদ্ধ, দুঃখ ও প্রবৃত্তি অবিরুদ্ধ, মোহ ও আবরণ অবিরুদ্ধ, এই অবিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য বিরুদ্ধ ও নানা কারণ মানিতে হয় না।

শিষ্য। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা কার্য্য কি ?

গুরু। মহত্তত্ত্ব ; ইহা বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি নাম দ্বারাও ব্যপদিষ্ট হয়। ইহার মনন অর্থাৎ অধ্যবসায় থাকায় ইহাকে মনও বলিয়া থাকে।

শিষ্য। ইহার বৃত্তি কি ?

গুরু। অধ্যবসায়, অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয়।

শিষ্য। ইহাতে কি কি ধর্ম্ম আছে ?

গুরু। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই আটটী ধর্ম্ম ইহাতে আছে।

শিষ্য। এই ধর্ম্ম সকলের মধ্যে সকলই কি সাত্ত্বিক ?

গুরু। না। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এই চারিটী সত্ত্বোৎপন্ন বা সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সাত্ত্বিক, আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান,

অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী তমঃ সম্ভূত বা তমোবহুল বলিয়া তামসিক।

শিষ্য। তবে কি এই সকলে রজোগুণের কোন কার্য্যই নাই?

গুরু। সত্ব ও তমঃ এই উভয়ের কার্য্যেই রজোগুণের সাহায্য আছে।

শিষ্য। রজোগুণের সাহায্য কেন?

গুরু। সত্ব ও তমঃ ইহারা স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, রজোগুণের সাহায্যেই ক্রিয়াশীল হয়।

শিষ্য। ধর্ম্ম কতিবিধ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। অভ্যুদয়-হেতু এবং নিঃশ্রেয়স-হেতু বা মোক্ষ-হেতু।

শিষ্য। অভ্যুদয় হেতু কি?

গুরু। যজ্ঞ ও দানাদি জন্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সম্পাদক ধর্ম্ম অভ্যুদয় হেতু।

শিষ্য। নিঃশ্রেয়স হেতু কি?

গুরু। অষ্টাঙ্গ যোগাদির অনুষ্ঠান জন্য মোক্ষ সাধক যে ধর্ম্ম তাহাই নিঃশ্রেয়সের হেতু।

শিষ্য। জ্ঞান কতিবিধ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। অনিঃশ্রেয়সহেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু।

শিষ্য। অনিঃশ্রেয়সহেতু কি?

গুরু। সাধারণ বিষয়ক জ্ঞান।

শিষ্য। নিঃশ্রেয়স হেতু কি?

গুরু। সবিকার প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান।

শিষ্য। বৈরাগ্য কি?

গুরু। বিষয়ানুরাগের বিরোধী ভাববিশেষ, যাহাকে বিষয়-বিরক্তি বলে।

শিষ্য। ইহার কয়টী সংজ্ঞা আছে?

গুরু। চারিটী।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) যতমান সংজ্ঞা, (২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা, (৩) একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, (৪) বশীকার সংজ্ঞা।

শিষ্য। যতমান সংজ্ঞা কি?

গুরু। রাগ প্রভৃতি কষায় (মল) অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা প্রভৃতি, যেসকল রঞ্জক (যাহা দ্বারা চিত্ত বিষয়ে উপরক্ত হয়) চিত্তে থাকে, উহাদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ভোগ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত না হয় সেরূপ ভাবে চিত্তের যে পরিপাক অর্থাৎ রাগাদির অপনোদন করিতে প্রযত্ন বিশেষকে যতমান সংজ্ঞা বলে; অর্থাৎ ভোগ বিষয়ে অনুরাগাদি থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় লাভে ব্যগ্র

থাকে, চিত্ত হইতে রাগাদি দূর করিতে পারিলে আর সেরূপ হয় না, ইহাই অর্থাৎ এই অব্যগ্র অবস্থার নাম যতমান সংজ্ঞা।

শিষ্য। ব্যতিরেকসংজ্ঞা কি ?

গুরু। চিত্ত হইতে বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে থাকিলে কোন্ কোন্ বিষয়ে তৃষ্ণা নাই আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তৃষ্ণা আছে (যাহাকে নষ্ট করিতে হইবে) এই রূপ যে পৃথক্ অবধারণ করা, তাহার নাম ব্যতিরেক সংজ্ঞা।

শিষ্য। একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা কি ?

গুরু। বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইলে শব্দাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি জন্মাইতে না পারায় কেবল ঔৎসুক্যরূপে চিত্তে বা অন্তঃকরণে রাগাদির যে অবস্থান তাহার নাম একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা।

শিষ্য। বশীকার সংজ্ঞা কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত ঔৎসুক্যেরও নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য পদার্থ সকল উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে শান্তভাবে অবস্থিতি বা তাহাতে উপেক্ষা বুদ্ধি তাহার নাম বশীকার সঞ্জা।

শিষ্য। ঐশ্বর্য্য কতিবিধ ?

গুরু। অষ্টবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) প্রাপ্তি, (৪) প্রাকাম্য, (৫) মহিমা, (৬) ঈশিত্ব, (৭) বশিত্ব, ৮) যত্র কামাবসায়িত্ব।

শিষ্য। অণিমা কি ?

গুরু। অণুভাব, বা অতিসূক্ষ্মত্ব, যোগী ইহা দ্বারা শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন।

শিষ্য। লঘিমা কি ?

গুরু। লঘুভাব, বা লঘুত্ব অর্থাৎগুরুত্বের বিরোধী ধর্ম্ম বিশেষ। যোগী ইহা দ্বারা সূর্য্যাদি কিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাদি লোকেও যাইতে পারেন।

শিষ্য। প্রাপ্তি কি ?

গুরু। সম্বন্ধবিশেষ। যোগী ইহা দ্বারা অঙ্গুল্যগ্রে চন্দ্রকেও স্পর্শ করিতে পারেন।

শিষ্য। প্রাকাম্য কি ?

গুরু। প্রকামত্ব অর্থাৎ ইচ্ছার বাধা না হওয়া। যোগী ইহা দ্বারা ভূমিতেও উন্মগ্ন এবং নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয়েন।

শিষ্য। মহিমা কি ?

গুরু। মহতের ভাব বা মহত্ব অর্থাৎ অতিস্থূলত্ব। যোগী অতি ক্ষীণ হইলেও ইহা দ্বারা অতি স্থূল আকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।

শিষ্য। ঈশিত্ব কি ?

গুরু। ঈশ্বর ভাব। যোগী ইহা দ্বারা নিখিল ভূত ও ভৌতিকের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন।

শিষ্য। বশিত্ব কি ?

গুরু। বশীভাব। ইহা দ্বারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থসকল যোগীর বশীভূত হয়।

শিষ্য। যত্র কামাবসায়িত্ব কি ?

গুরু। সত্য সঙ্কল্পত্ব, ইহা দ্বারা যোগীর নিখিল সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন।

শিষ্য। ধর্ম্ম দ্বারা কি হয় ?

গুরু। ঊর্দ্ধ্ব গতি হয়, অর্থাৎ পুণ্যফলে স্বর্গাদি লোকে যাওয়া যায়।

শিষ্য। অধর্ম্ম দ্বারা কি হয় ?

গুরু। অধোগতি হয়, অর্থাৎ পাপ ফলে নরকাদিতে গমন হয়।

শিষ্য। জ্ঞান দ্বারা কি হয় ?

গুরু। অপবর্গ হয়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়।

শিষ্য। অজ্ঞান দ্বারা কি হয় ?

গুরু। বন্ধ হয়,অর্থাৎ সংসার হয়, তাহাতে দুঃখের সম্বন্ধ হয়।

শিষ্য। বৈরাগ্য দ্বারা কি হয় ?

গুরু। প্রকৃতি লয় হয়, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল বিষয়-বিরক্তি সহকারে প্রকৃতির উপাসনা করিলে প্রকৃতিতে লয় হয়।

শিষ্য। রাগদ্বারা কি হয় ?

গুরু। সংসার হয়, অর্থাৎ রজো গুণের কার্য্য যে বিষয়ানু-রাগ তাহা দ্বারা সংসার হয়।

শিষ্য। ঐশ্বর্য্য দ্বারা কি হয় ?

গুরু। ইচ্ছার ব্যাঘাত হয় না, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য

উপস্থিত হইলে ইচ্ছার প্রতিবন্ধ হয় না, উহাতে যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন।

শিষ্য। অনৈশ্বর্য্য দ্বারা কি হয় ?

গুরু। ইচ্ছার বিঘাত হয়, অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্যের ফল ইচ্ছার ব্যাঘাত।

শিষ্য। এই ধর্ম্মাদি রূপ সর্গের নাম কি ?

গুরু। ইহার নাম প্রত্যয় সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধিসৃষ্টি।

শিষ্য। এই সর্গের কোন ভেদ আছে কিনা ?

গুরু। আছে,—উহা চতুর্বিধ বা চারি প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) বিপর্য্যয়, (২) অশক্তি (৩) তুষ্টি, (৪) সিদ্ধি।

শিষ্য। ইহাদের ও কি ভেদ আছে ?

গুরু। আছে, বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ।

শিষ্য। অবিদ্যা কি এবং উহা কি হেতুতে কয় প্রকার ?

গুরু। (১) অব্যক্ত, (২) মহৎ, (৩) অহঙ্কার, (৪) শব্দ-তন্মাত্র, (৫) স্পর্শতন্মাত্র, (৬) রূপতন্মাত্র, (৭) রসতন্মাত্র, (৮) গন্ধতন্মাত্র, ইহারা কেহই আত্মানহে, এই সকলই অনাত্মা এই অষ্টবিধ অনাত্মায় যে আত্মবুদ্ধি তাহার নাম অবিদ্যা।

এই অবিদ্যার বিষয় আট প্রকার বলিয়া অবিদ্যা আট প্রকার। ইহার নামান্তর "তমঃ"।

শিষ্য। অস্মিতা কি? এবং কি হেতুতে কয় প্রকার?

গুরু। অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে "আমি অণু" "আমি লঘু" ইত্যাদি রূপ যে অভিমান তাহার নাম "অস্মিতা", ইহার বিষয় অষ্টপ্রকার হওয়ায় ইহাও অষ্ট প্রকার। ইহার নামান্তর "মোহ"।

শিষ্য। রাগ কি? এবং ইহা কি হেতুতে কয় প্রকার?

গুরু। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ই দিব্য ও অদিব্য ভেদে দশ প্রকার হয়, এই দশবিধ বিষয়ে যে তৃষ্ণা লোভ কাম বা অনুরক্তি অর্থাৎ উৎকট ইচ্ছা—তাহার নাম "রাগ"। এই রাগের বিষয় দশ প্রকার বলিয়া ইহা দশ প্রকার। ইহার নামান্তর "মহামোহ"।

শিষ্য। দ্বেষ কি? এবং উহা কি হেতুতে কয় প্রকার হয়?

গুরু। অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এবং দিব্য ও অদিব্যভেদে দশবিধ শব্দাদি বিষয়—এই অষ্টাদশের বিঘাতকের উপর যে ক্রোধ তাহার নাম "দ্বেষ"। ইহার বিষয় আঠার প্রকার বলিয়া ইহা আঠার প্রকার। ইহার নামান্তর "তামিস্র"।

শিষ্য। অভিনিবেশ কি? এবং উহা কি হেতুতে কয় প্রকার?

গুরু। অণিমাদি ভেদে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এবং দিব্য ও অদিব্য ভেদে দশবিধ শব্দাদি বিষয়—এই অষ্টাদশ বিষয়ের বিনাশের

আশঙ্কায় যে ত্রাস বা ভয় তাহার নাম "অভিনিবেশ"। ইহার বিষয় অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া ইহা অষ্টাদশ প্রকার। ইহার নামান্তর "অন্ধতামিস্র"।

শিষ্য। বিপর্য্যয় মোটে কতপ্রকার হইল ?

গুরু। হিসাব করিলেই বুঝিতে পার। অবিদ্যা আট প্রকার, অস্মিতা আট প্রকার, রাগ দশ প্রকার, দ্বেষ আঠার প্রকার, অভিনিবেশ আঠার প্রকার—মোট দ্বাষষ্টি (বাষট্টি ৬২) প্রকার বিপর্য্যয়।

শিষ্য। এইরূপ অশক্তিরও ভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে; অশক্তি অষ্টাবিংশতি (২৮) প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বধ বা অসামর্থ্য একাদশ প্রকার, তুষ্টির বৈপরীত্যে নয় প্রকার এবং সিদ্ধির বৈপরীত্যে আট প্রকার—মোট অষ্টাবিংশতি প্রকার।

শিষ্য। ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। বুঝিতে চেষ্টা কর। (১) শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ শ্রবণশক্তির অভাব "বাধির্য্য" বা বধিরতা। (২) ত্বগি-ন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ স্পর্শশক্তির অভাব "কুষ্ঠিতা"। (৩) চক্ষুর অসামর্থ্য অর্থাৎ দর্শন শক্তির অভাব "অন্ধত্ব"। (৪) রস-নার অসামর্থ্য অর্থাৎ রসনশক্তির অভাব "জড়তা"। (৫) ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ গন্ধগ্রহণ শক্তির অভাব "অজিঘ্রতা"। (৬) বাগিন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ বাক্‌শক্তির অভাব "মূকতা"।

(৭) হস্তেন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ গ্রহণশক্তির অভাব "কৌণ্য" বা কুণিতা বা কু-নখিত্ব। (৮) পাদেন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ গমন শক্তির অভাব "পঙ্গুতা"। (৯) পায়ু ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ মলত্যাগ শক্তির অভাব "উদাবর্ত্ত"। (১০) উপস্থেন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ পুরুষত্বহীনতা—ধ্বজভঙ্গ—"ক্লৈব্য"। (১১) মন ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য অর্থাৎ মনের দোষ—বোধ শক্তির অভাব "মন্দতা"। ইন্দ্রিয়ের অশক্তি এই একাদশ প্রকার। আর নববিধ তুষ্টির বিপর্য্যয়ে বা বৈপরীত্যে নয় প্রকার অর্থাৎ (১) প্রকৃতিতুষ্টির বিপর্য্যয়ে "প্রকৃত্যতুষ্টি"। (২) উপাদান তুষ্টির বিপর্য্যয়ে "উপদানাতুষ্টি"। (৩) কাল-তুষ্টির বিপর্য্যয়ে "কালাতুষ্টি"। (৪) ভাগ্যতুষ্টির বিপর্য্যয়ে "ভাগ্যাতুষ্টি"। (৫) শব্দোপরম তুষ্টির বিপর্য্যয়ে "শব্দো-পরমাতুষ্টি"। (৬) স্পর্শোপরম তুষ্টির বিপর্য্যয়ে "স্পর্শো-পরমাতুষ্টি"। (৭) রূপোপরমতুষ্টির বিপর্য্যয়ে "রূপোপরমা তুষ্টি"। (৮) রসোপরমতুষ্টির বিপর্য্যয়ে "রসোপরমাতুষ্টি"। (৯) গন্ধোপরমতুষ্টির বিপর্য্যয়ে "গন্ধোপরমাতুষ্টি"। তুষ্টির বিপর্য্যয়ে এই নয় প্রকার অশক্তি; ইহার পরিষ্কার বোধ তুষ্টি-বোধের পরে হইবে। এবং সিদ্ধির বৈপরীত্যে আট প্রকার অশক্তি, যথা—(১) উহসিদ্ধির বৈপরীত্যে "অনূহ"। (২) শব্দ-সিদ্ধির বৈপরীত্যে "অশব্দ"। (৩) অধ্যয়নসিদ্ধির বৈপরীত্যে "অনধ্যয়ন"। (৪) সুহৃৎপ্রাপ্তি সিদ্ধির বৈপরীত্যে "অসুহৃৎ-প্রাপ্তি"। (৫) দান সিদ্ধির বৈপরীত্যে "অদান"। (৬) আধ্যাত্মিক

সুখবিঘাতসিদ্ধির বৈপরীত্যে "আধ্যাত্মিক দুঃখাবিঘাত"। (৭) আধিদৈবিক দুঃখবিঘাত সিদ্ধির বৈপরীত্যে "আধিদৈবিক দুঃখা-বিঘাত"। (৮) আধিভৌতিক দুঃখবিঘাত সিদ্ধির বৈপরীত্যে "আধিভৌতিকদুঃখাবিঘাত"। এই আটসিদ্ধির বিপরীত আট প্রকার, মোট অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি।

শিষ্য। তুষ্টি কি ?

গুরু। সন্তোষ অর্থাৎ মোক্ষ পথে কিছু বিরক্ত হইয়া উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

শিষ্য। তুষ্টি কয় প্রকার ?

গুরু। নয় প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টি, (২) উপাদানাখ্যা তুষ্টি, (৩) কালাখ্যা তুষ্টি, (৪) ভাগ্যাখ্যা তুষ্টি, (৫) শব্দোপরমাখ্যা তুষ্টি, (৬) স্পর্শোপরমাখ্যা তুষ্টি, (৭) রূপোপরমাখ্যা তুষ্টি, (৮) রসোপরমাখ্যা তুষ্টি, (৯) গন্ধোপরমাখ্যা তুষ্টি।

শিষ্য। প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। নিখিল পরিণামই প্রকৃতির, আমি পূর্ণ কূটস্থ এই ভাবনাতেই যে পরিতোষ তাহা প্রকৃত্যাখ্যাতুষ্টি; অথবা "বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং প্রকৃতিই সকল করিবে, আমার ধ্যানাভ্যাস ব্যর্থ" এই ভাবিয়া তন্নিবৃত্তিতে যে তুষ্টি তাহার নাম "প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টি"। ইহার নামান্তর "অম্ভঃ"।

শিষ্য। উপাদানাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। প্রব্রজ্যার উপাদানে যে তুষ্টি তাহার নাম উপাদানাখ্যাতুষ্টি। অথবা "বিবেক প্রাকৃতিক হইলেও প্রব্রজ্যা দ্বারাই সম্পন্ন হয় আমার ধ্যানাদি নিষ্ফল" এই মনে করিয়া প্রব্রজ্যার উপাদানে বা সন্ন্যাসের গ্রহণে যে তুষ্টি তাহার নাম "উপাদানাখ্যা তুষ্টি"। ইহার অপর নাম "সলিল"।

শিষ্য। কালাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। প্রব্রজ্যায় চিরযোগানুষ্ঠানে যে তুষ্টি তাহা কালাখ্যা। অথবা "গৃহীতসন্ন্যাসেরও কালেই মোক্ষ হয় আমার ধ্যানাদি ব্যর্থ" ইহা মনে করিয়া তন্নিবৃত্তিতে যে তুষ্টি তাহা "কালাখ্যা তুষ্টি"। ইহার অন্য নাম "মেঘ", মতান্তরে "ওঘ"।

শিষ্য। ভাগ্যাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। প্রজ্ঞান পরমকাষ্ঠারূপ ধর্ম্মমেঘ-সমাধিতে যে তুষ্টি তাহা ভাগ্যাখ্যা। অথবা "ভাগ্যবশতই মোক্ষ হয় ধ্যানাভ্যাসাদি ব্যর্থ" এই মনে করিয়া তন্নিবৃত্তিতে যে তুষ্টি তাহা "ভাগ্যাখ্যা"। ইহার অন্য নাম "বৃষ্টি"।

শিষ্য। শব্দোপরমাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদির দোষদর্শনহেতু শব্দের উপরমে বা শব্দনিবৃত্তিতে বা শব্দবিষয়বৈরাগ্যে অর্থাৎ শব্দে ঔদাসীন্যে যে বাহ্য তুষ্টি তাহা শব্দোপরমাখ্যা। ইহার অপর নাম "পার", মতান্তরে "সুতমঃ"।

শিষ্য। স্পর্শোপরমাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। অর্জ্জনাদির দোষ দর্শনে স্পর্শের উপরমে বা স্পর্শ-বিষয়-বৈরাগ্যে যে তুষ্টি তাহা "স্পর্শোপরমাখ্যা"। ইহার অন্য নাম "সুপার", মতান্তরে "পার"।

শিষ্য। রূপোপরমাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। অর্জ্জনাদির দোষ-দর্শনে রূপের উপরমে বা রূপ-বৈরাগ্যে অর্থাৎ রূপৌদাসীন্যে যে তুষ্টি তাহা "রূপোপরমাখ্যা"। ইহার অন্য নাম "পারাপার", মতান্তরে "সুনেত্র।"

শিষ্য। রসোপরমাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। অর্জ্জনাদির দোষ-দর্শনে রসের উপরমে বা রস-বৈরাগ্যে বা রসৌদাসীন্যে যে বাহ্য তুষ্টি তাহা "রসোপরমাখ্যা"। ইহার অন্য নাম "অনুত্তমাম্ভঃ", মতান্তরে "নারীক"।

শিষ্য। গন্ধোপরমাখ্যা তুষ্টি কি ?

গুরু। অর্জ্জনাদির দোষ-দর্শনে গন্ধের উপরমে বা গন্ধ-বৈরাগ্যে বা গন্ধৌদাসীন্যে যে বাহ্য তুষ্টি তাহা "গন্ধোপরমাখ্যা"। ইহার অন্য নাম "উত্তমাম্ভঃ", মতান্তরে "অনুত্তমাম্ভসিক"।

শিষ্য। সিদ্ধি কয়প্রকার ?

গুরু। আট প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) উহ, (২) শব্দ, (৩) অধ্যয়ন, (৪) সুহৃৎপ্রাপ্তি, (৫) দান, (৬) আধ্যাত্মিকদুঃখ বিঘাত, (৭) আধিদৈবিকদুঃখ-বিঘাত, (৮) আধিভৌতিকদুঃখবিঘাত।

শিষ্য। উহ কি ?

গুরু। উপদেশ ব্যতিরেকেই প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারে তত্ত্বের যে স্বয়ং উহন অর্থাৎ বিচার বা তর্কবিতর্করূপ মনন তাহার নাম উহসিদ্ধি। ইহার নামান্তর "তারতার," মতান্তরে "তার"।

শিষ্য। শব্দ কি ?

গুরু। অন্যদীয় পাঠের শ্রবণদ্বারা বা স্বয়ং কৃত আলোচনাদ্বারা তত্ত্বের যে জ্ঞান তাহার নাম শব্দসিদ্ধি। ইহার প্রাচীন নাম "সুতার"।

শিষ্য। অধ্যয়ন কি ?

গুরু। গুরু শিষ্যাদিভাবে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম অধ্যয়ন সিদ্ধি। ইহার প্রাচীন নাম "তার", মতান্তরে "তারতার"।

শিষ্য। সুহৃৎ প্রাপ্তি কি ?

গুরু। উপদেশার্থ স্বয়ং আগত পরম কারুণিক তত্ত্বজ্ঞ সুহৃৎ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার নাম সুহৃৎ প্রাপ্তি সিদ্ধি। ইহার প্রাচীন নাম "রম্যক"।

শিষ্য। দান কি ?

গুরু। ধনাদি দ্বারা পরিতোষিত জ্ঞানী হইতে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার নাম দানসিদ্ধি। ইহার নামান্তর "সদামুদিত," মতান্তরে "সদাপ্রমুদিত"।

শিষ্য। আধ্যাত্মিক দুঃখ বিঘাত কি ?

গুরু। আধ্যাত্মিক দুঃখের যে বিঘাত বা নিরাকরণ তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখবিঘাতসিদ্ধি। ইহার নামান্তর "প্রমোদ"।

শিষ্য। আধিদৈবিক দুঃখবিঘাত কি?

গুরু। আধিদৈবিক দুঃখের যে বিঘাত বা নিরাকরণ তাহার নাম আধিদৈবিকদুঃখবিঘাতসিদ্ধি। ইহার নামান্তর "মোদমান", মতান্তরে "প্রমোদমান"।

শিষ্য। আধিভৌতিক দুঃখবিঘাত কি?

গুরু। আধিভৌতিক দুঃখের যে বিঘাত বা নিরাকরণ তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখবিঘাতসিদ্ধি। ইহার নামান্তর "মুদিত", মতান্তরে "প্রমুদিত"।

শিষ্য। মহত্তত্ত্ব একপ্রকার বুঝিলাম। এখন অহঙ্কার তত্ত্বের বিষয় জানা উচিত; অহঙ্কার কাহা হইতে আবির্ভূত হয়?

গুরু। মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার, উহা মহত্তত্ত্ব হইতেই আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। ইহার নামান্তর কি?

গুরু। ইহার ভূতাদি, বৈকৃত ও তৈজস প্রভৃতি নাম আছে।

শিষ্য। উহার বৃত্তি কি?

গুরু। অভিমান অর্থাৎ "আমি" "আমার" ইত্যাদি বিচার বা ব্যবহার।

শিষ্য। ইহা কিসে জানা যায়?

গুরু। অহং অর্থাৎ আমি আমার এইরূপ কার বা করণ—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেই জানা যায়।

শিষ্য। অহঙ্কারের কার্য্য কি?

গুরু। (১) শব্দতন্মাত্র, (২) স্পর্শতন্মাত্র, (৩) রূপতন্মাত্র, (৪) রসতন্মাত্র, (৫) গন্ধতন্মাত্র, (৬) শ্রোত্র, (৭) ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়), (৮) চক্ষু, (৯) রসনা, (১০) ঘ্রাণ, (১১) বাক্, (১২) পাণি (হস্ত), (১৩) পাদ, (১৪) পায়ু, (১৫) উপস্থ, (১৬) মন—এই ষোড়শবিধ পদার্থ অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হয় সুতরাং ইহারা অহঙ্কারের কার্য্য।

শিষ্য। ইহাদের উৎপত্তিতে গুণভেদ আছে কি?

গুরু। আছে; সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রধান বা সত্ত্ব-বহুল অহঙ্কার হইতে একাদশইন্দ্রিয়, আর তামস অর্থাৎ তমোবহুল বা তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র আবির্ভূত হয়, রজোগুণ উভয় কার্য্যেরই সহায়ক হয়।

শিষ্য। তন্মাত্র কি?

গুরু। ভূতের কারণের নাম তন্মাত্র, ইহাকে সূক্ষ্মভূত বা পরমাণুও বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি কি।

গুরু। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার যথাক্রমে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা অর্থাৎ সামান্যাকারে বোধ জনন, আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যথাক্রমে কথন, গ্রহণ, গমন, উদরের মলাদি পরিত্যাগ ও আনন্দ অর্থাৎ সম্ভোগরূপ সন্তোষ।

শিষ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। (১) শ্রোত্র, (২) ত্বক্, (৩) চক্ষু, (৪) রসনা, (৫) ঘ্রাণ—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়।

শিষ্য। ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে কেন?

গুরু। শব্দাদির জ্ঞান জন্মায় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়।

শিষ্য। কর্ম্মেন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। (১) বাক্, (২) পাণি, (৩) পাদ, (৪) পায়ু, (৫) উপস্থ—এই পাঁচটী কি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

শিষ্য। মন কি?

গুরু। উহা অন্তরিন্দ্রিয়।

শিষ্য। শ্রোত্রদ্বারা কি হয়?

গুরু। শব্দের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কি হয়?

গুরু। স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। চক্ষু দ্বারা কি হয়?

গুরু। রূপের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। রসনা দ্বারা কি হয়?

গুরু। রসের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। ঘ্রাণের দ্বারা কি হয়?

গুরু। গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কি হয়?

গুরু। শব্দ প্রয়োগ সম্পন্ন হয়।

শিষ্য। পাণি (হস্ত) দ্বারা কি হয়?

গুরু। বস্তুর গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

শিষ্য। পাদ দ্বারা কি হয় ?

গুরু। গমন সম্পন্ন হয়।

শিষ্য। পায়ু দ্বারা কি হয় ?

গুরু। পুরীষত্যাগ সম্পন্ন হয় ?

শিষ্য। উপস্থ দ্বারা কি হয় ?

গুরু। আনন্দ সম্পন্ন হয়, আনন্দের আবির্ভাব হয়।

শিষ্য। ইহাদিগকে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয় কেন ?

গুরু। বাক্যাদি কর্ম্ম করে অর্থাৎ জন্মায় বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়।

শিষ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে কাহাকে বিষয় করে।

গুরু। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী বিশেষ অর্থাৎ শান্ত ঘোর মূঢ়াত্মক অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহাত্মক আকাশাদিরূপ স্থূল শব্দাদিকে বিষয় করে এবং অবিশেষ তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম শব্দাদিকেও বিষয় করে; তন্মধ্যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কেবল স্থূলকে বিষয় করে আর যোগী ও দেবতাদের ইন্দ্রিয় স্থূল সূক্ষ্ম এই উভয়কেই বিষয় করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় স্থূল শব্দকে বিষয় করে, কেন না, বাগিন্দ্রিয় কেবল স্থূল শব্দেরই কারণ হয়, সূক্ষ্ম শব্দ বা শব্দতন্মাত্রের কারণ হয় না, যেহেতু শব্দতন্মাত্র ও বাগিন্দ্রিয় এই উভয় এক অহঙ্কারেরই কার্য্য, এক

অহঙ্কার হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। আর পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই চারিটী ইন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ক অর্থাৎ পঞ্চাত্মক বা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাত্মক ঘটাদি উহাদের গ্রাহ্য বা বিষয় হয়।

শিষ্য। মন ইন্দ্রিয় কিনা ?

গুরু। ইন্দ্রিয়।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। অন্য ইন্দ্রিয়ের সমান ধর্ম্ম আছে।

শিষ্য। মনে ইন্দ্রিয়ান্তরের সমান ধর্ম্ম কি আছে ?

গুরু। সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্ব—সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যত্ব অর্থাৎ অন্য ইন্দ্রিয় যেরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হয় মন ও সেইরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। একই অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বা আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে ?

গুরু। গুণত্রয়ের পরিণামের বৈচিত্র্যেই এইরূপ সম্ভব হয়।

শিষ্য। মন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কি ?

গুরু। সঙ্কল্প অর্থাৎ বিবেচনা করা বা বস্তু সকলের বিশেষরূপে বিচার করা বা বিশেষরূপে বোধ জননের চেষ্টা।

শিষ্য। মন কি কর্ম্মেন্দ্রিয় ? না কি জ্ঞানেন্দ্রিয় ?

গুরু। উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়েন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিতে বা কার্য্যে মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আছে, কেন না, মনের অধিষ্ঠানেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি

হয়, সুতরাং উভয়েন্দ্রিয়ের কার্য্যে মনের সহায়তা থাকায় মনকে উভয়েন্দ্রিয় বলে।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়দিগের প্রত্যক্ষ হয় কি?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে আমরা চক্ষুকর্ণাদি কিরূপে দেখিতে পাই?

গুরু। তুমি চক্ষুরাদি কখনও দেখিতে পাও না, চক্ষুরাদির আশ্রয়ে চক্ষুরাদির ভ্রম করিয়াই তুমি এইরূপ বলিতেছ, যাহা দেখিতেছ উহা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান, উহা ইন্দ্রিয় নহে, যেহেতু তুমি যাহাতে ইন্দ্রিয় ভ্রম করিতেছ তাহা বধিরাদিরও আছে।

শিষ্য। অন্তঃকরণ কি কি?

গুরু। (১) বুদ্ধি, (২) অহঙ্কার, (৩) মন,—এই তিনটী অন্তঃকরণ।

শিষ্য। বাহ্যকরণ কি কি?

গুরু। (১) শ্রোত্র, (২) ত্বক্, (৩) চক্ষু, (৪) রসনা, (৫) ঘ্রাণ,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং (১) বাক্, (২) পাণি, (৩) পাদ, (৪) পায়ু, (৫) উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মোট এই দশটী বাহ্য করণ।

শিষ্য। মোট করণ কতিবিধ?

গুরু। অন্তঃকরণ তিন, বাহ্য করণ দশ,—মোট এয়োদশ-বিধ করণ।

শিষ্য। অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্য কি?

গুরু। বহিঃকরণ সকল অন্তঃকরণত্রয়ের বিষয় উপস্থাপিত করে এবং বহিঃকরণ সকল কেবল বর্ত্তমানকে বিষয় করে আর অন্তঃকরণত্রয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিনকেই বিষয় করে।

শিষ্য। অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ—এই উভয় করণের মধ্যে কোন করণ প্রধান ?

গুরু। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন—এই অন্তঃকরণত্রয়ই প্রধান।

শিষ্য। অন্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে প্রধান কে ?

গুরু। বুদ্ধি।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। বুদ্ধিতত্ত্ব পুরুষের মন্ত্রিস্বরূপ, বুদ্ধির সহিতই পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিরই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হয়, বুদ্ধিই পুরুষের শব্দাদির উপভোগ ও বিবেক জ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে এজন্য বুদ্ধিই প্রধান।

শিষ্য। ত্রয়োদশবিধ করণের মধ্যে কে কি করে ?

গুরু। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী বিষয় আহরণ করে অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার দ্বারা বিষয় ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ দিব্য ও অদিব্য এই উভয় রূপ যে বচন আদান বিহরণ উৎসর্গ আনন্দ—ইহারা যথাযোগ্য রূপে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের ব্যাপ্য হয়। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি বিষয়ের প্রকাশ করে অর্থাৎ দিব্য ও অদিব্য এই উভয়বিধ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—ইহারা যথাসম্ভব জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রকাশ্য বা ব্যাপ্য হয়। আর অন্তঃকরণ তিনটী স্বকীয় জীবনরূপ ব্যাপার দ্বারা শরীর

ারণ করে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর প্রাণাদিরূপ ব্যাপার ারা অন্তঃকরণ এয়ের ধার্য্য বা রক্ষণীয় হয়।

শিষ্য। নিখিল করণের কোনও এক বৃত্তি আছে কি?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বায়ু; এই প্রাণাদি বস্তুতঃ বায়ু নহে উহা করণ সমূহের বৃত্তি বা জীবন অর্থাৎ শরীর ধারণরূপ ব্যাপার, কেন না, স্থূল শরীরে অন্তঃকরণ তিনটী থাকিলেই প্রাণাদি ব্যাপার হয় অর্থাৎ শরীরের ক্রিয়া হয়, অন্তঃকরণ না থাকিলে শরীর ক্রিয়া হয় না।

শিষ্য। প্রাণ কোথায় অবস্থান করে?

গুরু। প্রাণাদির অবস্থান বিষয়ে মতভেদ আছে। এক মতে নাসিকাগ্র, হৃদয়, নাভি, পাদাঙ্গুষ্ঠ—এইসকলে প্রাণবায়ু অবস্থান করে।

শিষ্য। অপান বায়ু কোথায় অবস্থান করে?

গুরু। কৃকাটিকা অর্থাৎ শিরঃসন্ধি বা ঘাড়, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ, পার্শ্ব—এই সকল স্থানে অপান বায়ু অবস্থান করে।

শিষ্য। সমান বায়ু কোথায় থাকে?

গুরু। হৃদয়, নাভি ও নিখিল সন্ধিতে সমান বায়ু থাকে।

শিষ্য। উদান বায়ু কোথায় থাকে?

গুরু। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক, ভ্রূমধ্য—এই সকলে উদান বায়ু থাকে।

শিষ্য। ব্যান বায়ু কোথায় থাকে ?

গুরু। ব্যান বায়ু ত্বক্ অর্থাৎ সমস্ত শরীরেই থাকে।

শিষ্য। প্রাণাদির অবস্থানে আর কি মত আছে ?

গুরু। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান অবস্থান করে, ইহা অন্য মত।

শিষ্য। করণ সমূহের প্রত্যক্ষ-বিষয়ে বৃত্তি ক্রমে হয় ? কিংবা অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ হয় ?

গুরু। ক্রমেও হয়, অক্রমেও হয়।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ বিষয়ে কখন ক্রমে হয় ?

গুরু। অল্প আলোকে প্রথমতঃ অনিশ্চিত ভাবে কোন একটী বস্তু দেখে, ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আলোচন, অনন্তর "শরযুক্ত শব্দায়মান মণ্ডলাকার ধনুর আকর্ষণ করিতেছে অতএব এই ব্যক্তি চোর" এইরূপ বিচার করে, ইহা মনের কার্য্য, অনন্তর "এই চোরটী আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে" এই অভিমান করে, ইহা অহঙ্কারের কার্য্য, অনন্তর "এই স্থান হইতে আমি সরিয়া যাই" এইনিশ্চয় করে, ইহা বুদ্ধির কার্য্য, এইস্থলে ক্রমে বৃত্তি হয়।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ বিষয়ে কখন অক্রমে হয় ?

গুরু। যখন নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুৎপ্রকাশে নিজের নিকটবর্ত্তী আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্র দর্শন করে তখনই লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে, ইত্যাদি স্থলে আলোচনা, সংকল্প, অভিমান ও নিশ্চয় অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা এক সময়ে হয়।

শিষ্য। করণসমূহের কর্ত্তা ও নিয়ামক কোন চেতন আছে কি না? না থাকিলে ইহাদের পরস্পর অবিরোধে প্রবৃত্তির কারণ কি?

গুরু। করণসমূহের কর্ত্তা ও নিয়ামক কোন চেতন নাই, তবে ইহাদের প্রবৃত্তির প্রতি অনাগতাবস্থ ভোগ ও অপবর্গ লক্ষণ পুরুষার্থই কারণ অর্থাৎ পুরুষের ভোগার্থ ও মোক্ষার্থই করণের অবিরোধে প্রবৃত্তি হয়।

শিষ্য। পুরাণাদিতে করণের অধিষ্ঠাতা দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অথচ আপনি বলিতেছেন যে করণের নিয়ামক চেতন নাই—ইহা কিরূপে উপপন্ন হয়?

গুরু। পুরাণাদিতে অধিষ্ঠাতা দেবতার উল্লেখ থাকিলেও তাহা সাক্ষাৎ নিয়ামক নহে, পুরুষার্থই সাক্ষাৎ নিয়ামক হয়।

শিষ্য। বৃত্তির নিরোধ কিসে হয়?

গুরু। ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্মদ্বারা বৃত্তির নিরোধ হয়।

শিষ্য। ধারণা কি?

গুরু। বায়ুর রেচন ও বহিঃস্থাপন দ্বারা প্রাণের যে নিরোধ তাহার নাম ধারণা, ইহা যোগের ক্রিয়া সুতরাং যোগী গুরুর নিকট জানিয়াই ইহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

শিষ্য। আসন কি?

গুরু। যাহাতে স্থির সুখ হয় তাহার নাম আসন, ইহার বিশেষ পাতঞ্জল বা যোগ রহস্যে জানিবে।

শিষ্য। স্বকর্ম্ম কি?

গুরু। নিজ নিজ আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নাম স্বকর্ম্ম।

শিষ্য। বৃত্তির নিরোধের আর কি উপায় আছে?

গুরু। বৈরাগ্য ও অভ্যাস অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারাও বৃত্তির নিরোধ হয়।

শিষ্য। করণ সকলের বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে পুরুষ কিরূপ হয়?

গুরু। করণ সকলের বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে উপরাগ—প্রতিবিম্ব শান্ত বা নিবৃত্ত হয়, তখন উপরাগহীন বা প্রতিবিম্ব শূন্য পুরুষ স্বস্থ বা স্বরূপস্থ হয় অর্থাৎ চিন্মাত্ররূপ বা যেমন পুরুষ তেমনই অনুভূত হয়।

শিষ্য। পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য কি?

গুরু। পঞ্চ স্থূল ভূত, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূল ভূত আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। শব্দ তন্মাত্র হইতে কোন ভূত হয়?

গুরু। আকাশ।

শিষ্য। আকাশের গুণ কি?

গুরু। শব্দ।

শিষ্য। স্পর্শ তন্মাত্র হইতে কোন্ ভূত হয়?

গুরু। বায়ু।

শিষ্য। উহার গুণ কি?

গুরু। (১) শব্দ, (২) স্পর্শ—এই দুই গুণ।

শিষ্য। রূপ তন্মাত্র হইতে কোন ভূত হয় ?

গুরু। তেজ।

শিষ্য। উহার গুণ কি ?

গুরু। (১) শব্দ, (২) স্পর্শ, (৩) রূপ—এই তিন গুণ।

শিষ্য। রস তন্মাত্র হইতে কোন ভূত হয় ?

গুরু। জল।

শিষ্য। উহার গুণ কি ?

গুরু। (১) শব্দ, (২) স্পর্শ, (৩) রূপ, (৪) রস—এই চারিগুণ।

শিষ্য। গন্ধতন্মাত্র হইতে কোন্ ভূত হয় ?

গুরু। পৃথিবী।

শিষ্য। ইহার গুণ কি ?

গুরু। (১) শব্দ, (২) স্পর্শ, (৩) রূপ, (৪) রস, (৫) গন্ধ—এই পাঁচ গুণ।

শিষ্য। ভূতের আবির্ভাবে সাংখ্য সম্প্রদায়ের অন্য কোনও মত আছে কি ?

গুরু। মহর্ষির সূত্রে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না, তবে অন্য মত যাহা আছে তাহা এই—শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ; শব্দ তন্মাত্রের সহিত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু; শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রের সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে জল; আর শব্দ, স্পর্শ,

রূপ ও রস তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী আবির্ভূত হয়, এই জন্য ভূতে নিজ তন্মাত্রের এবং সহকারী তন্মাত্রের গুণ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। বিজ্ঞেয় পদার্থে দিক্ ও কালের গণনা নাই কেন?

গুরু। উহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, উহারা আকাশেরই অন্তর্ভূক্ত।

শিষ্য। পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের মধ্যে কোন বিশেষ আছে কি না?

গুরু। পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্ম, ইহাদিগকে অবিশেষ বলা হয়।

শিষ্য। কেন?

গুরু। ইহাদের ভোক্তা কেবল দেবগণ ও যোগিগণ; দেবতা ও যোগীরাই উহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলই সাত্ত্বিক, সকলই সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, উহাঁদের অনুভবে দুঃখ বা মোহের সম্বন্ধ থাকে না, এই জন্য উহাদিগকে অবিশেষ বলা হয়।

শিষ্য। পঞ্চ স্থূল ভূত কিরূপ?

গুরু। ইহারা বিশেষ বা বিশেষপদপ্রতিপাদ্য।

শিষ্য। কেন?

গুরু। ইহারা আমাদেরও প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, আমাদের মধ্যে কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ তামসিক, ইহারা সাত্ত্বিকেরনিকট সুখরূপে প্রকাশিত হয়, রাজসিকের নিকট দুঃখ-রূপে প্রকাশিত হয় এবং তামসিকের নিকট মোহরূপে প্রকাশিত

হয়। নানা লোকের নিকট নানা ভাবে প্রকাশিত হওয়াতে উঁহাদিগকে বিশেষ বলা হয়।

শিষ্য। স্থূল ভূত সকল বিশেষ হউক, উহারা কি. কি ভাবাপন্ন হয় ?

গুরু। উহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভাবে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় হয়।

শিষ্য। সত্ত্বপ্রধান বস্তু সকল কিরূপ হয় ?

গুরু। সত্ত্বপ্রধান বস্তু সকল শান্ত, সুখ স্বরূপ, প্রসন্ন ও লঘু হয়।

শিষ্য। রজঃপ্রধান বস্তু সকল কিরূপ হয় ?

গুরু। রজঃ প্রধান বস্তু সকল ঘোর, দুঃখ স্বরূপ ও চঞ্চল হয়।

শিষ্য। তমঃপ্রধান বস্তু সকল কিরূপ হয় ?

গুরু। তমঃপ্রধান বস্তু সকল মূঢ়, মোহস্বরূপ, বিষণ্ণ ও গুরু হয়।

শিষ্য। শরীর কিসে নিষ্পন্ন হয় ?

গুরু। এই বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের দ্বারা শরীর নিষ্পন্ন হয়।

শিষ্য। শরীর কতিবিধ ?

গুরু। শরীর দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। সূক্ষ্ম ও স্থূল।

শিষ্য। সূক্ষ্ম শরীর কি ?

গুরু। (১) বুদ্ধি, (২) অহঙ্কার, (৩) শব্দতন্মাত্র, (৪) স্পর্শতন্মাত্র, (৫) রূপতন্মাত্র, (৬) রসতন্মাত্র, (৭) গন্ধ-তন্মাত্র, (৮) শ্রোত্র, (৯) ত্বক্, (১০) চক্ষু, (১১) জিহ্বা, (১২) নাসিকা, (১৩) বাক্, (১৪) পাণি, (১৫) পাদ, (১৬) পায়ু, (১৭) উপস্থ, (১৮) মন, ইহাদের অষ্টাদশ সমষ্টিই সূক্ষ্ম শরীর।

শিষ্য। ইহাতে কোনও মতভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে; কেহ কেহ অহঙ্কারকে বুদ্ধির অন্তর্গত করিয়া সপ্তদশের সমষ্টিকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে।

শিষ্য। অন্য কোন মতভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে; কাহারও মতে এই সূক্ষ্ম শরীরই লিঙ্গ-শরীর, আর কাহারও মতে পঞ্চতন্মাত্রই সূক্ষ্ম শরীর, আর বাকি কয়েকটীর নাম লিঙ্গশরীর।

শিষ্য। এই শরীরের বিশেষ কি ?

গুরু। এই শরীর মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, অপ্রতিহত-গতি অর্থাৎ ইহার গতির কোনও বাধা হয় না অর্থাৎ সর্ব্বত্র চলিতে পারে, ইহলোক পরলোকগামী, দেব নর পশ্বাদি নানা শরীরধারী, স্থূল শরীরের সম্বন্ধতঃ এই শরীরেই সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, স্থূল শরীর ব্যতীত এই শরীর সুখ-দুঃখাদি ভোগ জন্মাইতে পারে না, এই শরীর প্রলয়ে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা অণুপরিমাণ।

শিষ্য। ইহার সৃষ্টি কখন কি রূপে হয় ?

গুরু। সর্গের আদিতে প্রকৃতিই প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই শরীর এখন আর উৎপন্ন হয় না।

শিষ্য। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের সংসরণ কি রূপে কেন হয়?

গুরু। এই শরীর ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদন করিবে বলিয়া ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদি কারণবশতঃ এক স্থূল দেহ হইতে অপর স্থূল দেহে প্রবেশ করে; একই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর, মানবের স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া মানব, পশুর স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশু ও দেবতার স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতা নামে খ্যাত হয়, এই প্রকারে নানাজাতি লাভ করে।

শিষ্য। এই শরীরের সংসরণ কেন হয়?

গুরু। পুরুষের প্রয়োজন সাধনের জন্য।

শিষ্য। স্থূল শরীর কি রূপ এবং কি রূপে আবির্ভূত হয়?

গুরু। উহা ভৌতিক, প্রায়শঃ মাতা ও পিতা হইতে আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। মাতা হইতে কি আসে, আর পিতা হইতে কি আসে?

গুরু। মাতা হইতে লোম, রক্ত ও মাংস—এই তিন, আর পিতা হইতে মেদ, অস্থি ও মজ্জা—এই তিন উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই শরীরের নামান্তর আছে কি? থাকিলে কেন আছে?

গুরু। মাতা হইতে তিন কোষ, আর পিতা হইতে তিন কোষ—এই ষট্ কোষ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে ষাট্-কৌষিক শরীরও বলে, আর মাতৃ-পিতৃ-নিষ্পন্ন হওয়ায় মাতৃ-পিতৃজও বলে।

শিষ্য। এই ষাট্‌কৌষিক শরীরের পরিণাম কি ?

গুরু। পরিণাম—হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম, না হয় বিষ্ঠা।

শিষ্য। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। তাৎপর্য্য এই—স্থূল শরীর যদি মৃত্তিকায় থাকে তবে মৃত্তিকা হইয়া যায়, আর যদি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে ভস্ম হয়, এবং যদি শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় তবে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।

শিষ্য। বাহ্য সৃষ্টি কয় প্রকার ?

গুরু। চতুর্দ্দশ প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) ব্রাহ্ম, (২) প্রাজাপত্য, (৩) ঐন্দ্র, (৪) পৈত্র (কাহারও মতে পৈত্র স্থানে সৌম্য অর্থাৎ পিতৃলোক স্থানে চন্দ্রলোক), (৫) গান্ধর্ব্ব, (৬) যাক্ষ, (৭) রাক্ষস, (৮) পৈশাচ—এই অষ্ট প্রকার দৈবসৃষ্টি, আর (১) পশু, (২) মৃগ, (৩) পক্ষী, (৪) সরীসৃপ, (৫) স্থাবর,—এই পাঁচ প্রকার তৈর্য্যগ্‌যোন-সৃষ্টি, আর মানুষ সৃষ্টি এক প্রকার, মোট চতুর্দ্দশ প্রকার।

শিষ্য। ব্রাহ্ম কি ?

গুরু। জন, তপঃ, সত্য,—এই সর্ব্বোচ্চ তিনটী লোকের নাম ব্রহ্মলোক—এই লোকত্রয়বাসী দেবতাদিগের নাম ব্রাহ্ম।

শিষ্য। প্রাজাপত্য কি?

গুরু। মহঃ লোকবাসী দেবগণের নাম প্রাজাপত্য।

শিষ্য। ঐন্দ্র কি?

গুরু। স্বর্লোকবাসী দেবগণের নাম ঐন্দ্র।

শিষ্য। পৈত্র কি?

গুরু। পিতৃলোকবাসী দেবগণের নাম পৈত্র।

শিষ্য। গান্ধর্ব্ব কি?

গুরু। গন্ধর্ব্ব লোকবাসী দেবগণের নাম গান্ধর্ব্ব।

শিষ্য। যাক্ষ কি?

গুরু। যক্ষলোকবাসী দেগণের নাম যাক্ষ।

শিষ্য। রাক্ষস কি?

গুরু। রক্ষোলোকবাসীদিগের নাম রাক্ষস।

শিষ্য। পৈশাচ কি?

গুরু। পিশাচলোকবাসীদিগের নাম পৈশাচ।

শিষ্য। সর্গদিগের মধ্যে কোন্ সর্গে কোন গুণ প্রধান?

গুরু। ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সকল লোকে যে সকল জীব বাস করে তাহারা সত্বপ্রধান অর্থাৎ ইহাদের জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি অধিক পরিমাণ আছে, আর পশু হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত নীচ-প্রাণীর অধিক পরিমাণ অজ্ঞানাদি আছে, এজন্য ইহারা তমঃ প্রধান, আর মধ্যবর্ত্তী ভূলোকবাসী

মনুষ্যগণ রজঃপ্রধান অর্থাৎ ইহারা সর্ব্বদা কার্য্যব্যগ্র ও সমধিক দুঃখযুক্ত।

শিষ্য। মানুষ ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভেদে নানা প্রকার হয়, তবে মানুষকে এক বলা হয় কেন?

গুরু। অবান্তর ভেদ পরিত্যাগ করাতে এক বলা হয়।

শিষ্য। ঘট পটাদি সৃষ্টি কাহার অন্তর্গত?

গুরু। উহা স্থাবরের অন্তর্গত।

শিষ্য। প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব কেন?

গুরু। মুক্তস্বভাব অর্থাৎ নির্দুঃখস্বভাব পুরুষে মিথ্যা দুঃখ সম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না সেই উদ্দেশ্যে, অথবা আপনাতে দুঃখাদি বিকার উৎপন্ন হইবে না—বিনিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির জগৎ কর্ত্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। স্পষ্ট কথা এই যে দুঃখসম্বন্ধশূন্য আত্মা প্রকৃতিপ্রতিবিম্বিত হইয়া নিজকে যে দুঃখাদি বিশিষ্ট বলিয়া মনে করে সেই আভিমানিক দুঃখের সম্বন্ধ নিবৃত্তি করাই সৃষ্টির প্রয়োজন, বস্তুতঃ অবিবেক ব্যতীত পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ নাই।

শিষ্য। বস্তুতঃ বন্ধ ও মোক্ষ কাহার?

গুরু। প্রকৃতির।

শিষ্য। প্রকৃতির কিসে বন্ধ হয় আর কিসে মোক্ষ হয়?

গুরু। ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য,

অনৈশ্বর্য্য—এই সপ্ত দ্বারা প্রকৃতি নিজকে বন্ধ করে আর কেবল বিবেকজ্ঞান দ্বারা মুক্ত করে।

শিষ্য। বিবেক সিদ্ধি কিসে হয়?

গুরু। মূলপ্রকৃতি হইতে স্থূল পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকলের মধ্যে "ইহা আত্মা নহে ইহা আত্মা নহে" এইরূপ পরিত্যাগে আত্মতত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চিন্তনরূপ অভ্যাসে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কাররূপ বিবেকের সিদ্ধি হয়।

শিষ্য। পুরুষের বাস্তবিক বন্ধ ও মোক্ষ না—ই থাকুক, উহা কাল্পনিক—ই হউক,—এই কাল্পনিক মোক্ষ সিদ্ধিই কোন্ পুরুষের হয়?

গুরু। বিরাগী ও বিবেক সম্পন্ন পুরুষেরই মোক্ষ সিদ্ধি হয়।

শিষ্য। শাস্ত্র শ্রবণ মাত্র বিবেক ও বৈরাগ্য হয় কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। অনাদিবাসনা অর্থাৎ সংসারভোগের সংস্কার বলবান্ হওয়ায় শাস্ত্র শ্রবণ মাত্র বিবেক ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না।

শিষ্য। যদি প্রকৃতিই জগতের কর্ত্রী হয় তবে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি কেন হয়?

গুরু। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ প্রকৃতিতেই থাকে, পুরুষে উহা আরোপিত বা অধ্যস্ত হয়।

শিষ্য। প্রকৃতি সৃষ্টি দ্বারা নিখিল পুরুষের দুঃখদাত্রী হয় না কেন ?

গুরু। যে রূপ একই কণ্টক অভিজ্ঞের দুঃখদায়ক হয় না, অনভিজ্ঞের দুঃখদায়ক হয়, সেরূপ প্রকৃতি বিবেকী পুরুষের দুঃখদাত্রী হয় না, অবিবেকীরই দুঃখদাত্রী হইয়া থাকে।

শিষ্য। মহদাদির সৃষ্টি কাহার জন্য ?

গুরু। আত্মার্থ বা পুরুষের জন্য; নিজের জন্য নহে।

শিষ্য। বুদ্ধিতত্ত্বাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত ব্যক্ত বা কার্য্য সকলের কি কি ধর্ম্মে অবিশেষ বা একরূপতা আছে ?

গুরু। হেতুমত্ত্ব, অনিত্যত্ব, অব্যাপিত্ব, সক্রিয়ত্ব, অনেকত্ব, আশ্রিতত্ব, লিঙ্গত্ব, সাবয়বত্ব, পরতন্ত্রত্ব,—এই সকল ধর্ম্ম দ্বারা অবিশেষ বা একরূপতা আছে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত সকল ব্যক্ত বা কার্য্য—সকারণক অর্থাৎ কারণযুক্ত বা কারণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ কারণ দ্রব্য হইতে আবির্ভূত, অনিত্য বা নশ্বর অর্থাৎ তিরোভাব সম্পন্ন, অব্যাপী অর্থাৎ অব্যাপক বা পরিচ্ছিন্ন, সক্রিয় অর্থাৎ পরিস্পন্দাদিযুক্ত বা অধ্যবসায়াদি নিয়ত-ক্রিয়াযুক্ত, অনেক বা বহু অর্থাৎ সর্গভেদে বা পুরুষ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আশ্রিত অর্থাৎ কারণাশ্রিত বা নিজের কারণে অবস্থিত, লিঙ্গ অর্থাৎ লয়শীল বা কারণের অনুমাপক, সাবয়ব বা অবয়বযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত ও বিভক্ত, পরতন্ত্র বা পরাধীন অর্থাৎ কারণায়ত্ত বা কারণাপেক্ষ অর্থাৎ কার্য্যজননদশায় স্বকারণের সাহায্যের অপেক্ষা করে।

শিষ্য। অব্যক্তও কি এইরূপ ?

গুরু। না; অব্যক্ত ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যাহা মূল-প্রকৃতি বা মূলকারণ তাহা অহেতুমৎ, নিত্য, ব্যাপী, নিয়ত-ক্রিয়া-শূন্য বা পরিস্পন্দাদি ক্রিয়াহীন, এক অর্থাৎ কোনও মতে স্বজাতীয় দ্বিতীয়রহিত, কোনও মতে বহু হইলেও সর্গ-ভেদে বা পুরুষভেদে ভিন্ন নহে, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ অর্থাৎ লয়শীল বা কারণের অনুমাপক নহে, নিরবয়ব অর্থাৎ অসংযুক্ত ও অবিভক্ত, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ কার্য্যজননদশায় স্বকারণের সাহায্য অপেক্ষা করে না।

শিষ্য। অব্যক্ত বা প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের কি কি ধর্ম্মে অবিশেষ বা একরূপতা আছে ?

গুরু। ত্রিগুণত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সামান্যত্ব, অচেতনত্ব, প্রসবধর্ম্মিত্ব—এই সকল ধর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত বা কার্য্য ও অব্যক্তের বা প্রকৃতির অবিশেষ বা একরূপতা আছে, অর্থাৎ অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি ও তৎকার্য্য সকল ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক বা সুখ-দুঃখ-মোহস্বরূপ, অবিবেক অবিবিক্ত বা অবিভিন্ন অর্থাৎ গুণত্রয় হইতে বিভিন্ন নহে, অথবা অবিবেকী শব্দের অর্থ সম্ভূয়কারী অর্থাৎ পরস্পর সম্মেলনে কার্য্যকারী, বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানগ্রাহ্য বা পুরুষের ভোগ্য সামান্য—সাধারণ অর্থাৎ বহুপুরুষগৃহীত বা বহুপুরুষের ভোগযোগ্য অচেতন, জড় অর্থাৎ স্বয়ং অন্যের প্রকাশে অসমর্থ বা পুরুষ প্রতিবিম্ব গ্রহণ ব্যতীত অপরের প্রকাশে সম্পূর্ণ

অক্ষম, প্রসবধর্ম্মী—পরিণাম স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ কখনও বা (প্রলয়কালে) স্বরূপে বা গুণত্রয়রূপে পরিণত হয় আর কখনও বা (সৃষ্টিকালে) বিরূপে বা বিবিধ কার্য্যরূপে পরিণত হয়, ক্ষণকালও পরিণাম রহিত হইয়া থাকে না।

শিষ্য। ব্যক্তে বা কার্য্যে ও অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে যে অবিবেকিত্বাদি আছে তাহার লিঙ্গ বা জ্ঞাপক কি ?

গুরু। সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রৈগুণ্যই লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যক্তে বা কার্য্যে ও অব্যক্তে বা মূল কারণে যে ত্রৈগুণ্য আছে উহাই অবিবেকিত্বাদির সম্ভাবের জ্ঞাপক; ফলতঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই উহারা অবিবেকী, বিষয়, সামান্য অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী হয়।

শিষ্য। এই মতে বাস্তবিক নিত্য কি ? আর অনিত্য কি ?

গুরু। প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয় বাস্তবিক নিত্য আর বুদ্ধ্যাদি কার্য্য সকল অনিত্য।

শিষ্য। প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যতায় কি ভেদ আছে ?

গুরু। প্রকৃতি পরিণামিনিত্য আর পুরুষ কূটস্থ নিত্য।

শিষ্য। কার্য্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে সৎ কি অসৎ ?

গুরু। কার্য্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে সৎ।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। কার্য্য অসৎ হইলে তাহার আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হইতে পারেনা; আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির

জন্ম বা আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি কখনও হয় না। উহাতে অন্য যুক্তি এই—উপাদানের নিয়ম আছে অর্থাৎ কিছু করিতে হইলে নিয়মিত উপাদানের গ্রহণ করিতে হয়, ঘটের উপাদান কপাল, দধির উপাদান দুগ্ধ এইরূপ নিয়ম আছে এজন্য ঘটার্থী কপাল ও দধ্যর্থী দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, কার্য্য অসৎ হইলে উপাদানের নিয়ম থাকিত না বা থাকিতে পারিত না। আর কার্য্য অসৎ হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বস্তু হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন বা আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত হইতে পারিত, বস্তুতঃ তাহা হয় না। আর শক্তকারণ অর্থাৎ যে কারণে কার্য্যের শক্তি থাকে সে কারণ শক্যকার্য্য জন্মাইয়া থাকে বা আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, অশক্ত কারণ অশক্য কার্য্য অর্থাৎ যে কারণে যে কার্য্য নাই—তাহাকে জন্মাইতে বা আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত করিতে পারেনা, ইহাতেও জানাযায় যে কার্য্য সৎ; আর কার্য্য কারণ-স্বরূপ বা কারণাভিন্ন, যে যাহার অভিন্ন সে উভয় একরূপ হয়, সুতরাং কারণ সৎ হইলে কার্য্য ও সৎ হয়।

শিষ্য। কার্য্য সৎ হইলে কোথায় কি রূপে অবস্থান করে?

গুরু। কার্য্য সকল আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনাগতাবস্থায় সূক্ষ্মরূপে নিজের উপাদান কারণে অবস্থান করে, তৎপর আবির্ভাব দশায় বা বর্ত্তমানাবস্থায় তাহাতেই আবির্ভূত ব অভিব্যক্ত হয়, তৎপর অতীতাবস্থায় তাহাতেই সূক্ষ্মরূপে তিরোহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি বা

বিনাশ নাই পরন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব বা কারণ লয় মাত্র।

শিষ্য। কার্য্য যদি সৎই হয় তবে কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন কি ?

গুরু। কার্য্য সৎই, তবে কারণের ব্যাপারে উহার অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয়, এই অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবের জন্যই কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন।

শিষ্য। বিদ্যমান বস্তুর অভিব্যক্তির জন্য যে কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন হয় ইহাতে দৃষ্টান্ত কি ?

গুরু। তিলে তৈল আছে—কিন্তু পেষণ ব্যতীত উহার অভিব্যক্তি বা অবির্ভাব হয় না, ধান্যে তণ্ডুল আছে কিন্তু মুষলাদির আঘাত ব্যতীত উহার অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয় না, গাভীতে দুগ্ধ আছে কিন্তু দোহন ব্যতীত উহার বহিষ্করণ বা অভিব্যক্তি হয় না, অন্ধকার গৃহে বস্তু বস্তুই থাকে পরন্তু আলোক ব্যতীত উহার প্রকাশ হয় না, এইরূপ কারণের ব্যাপার ব্যতীত বিদ্যমান কার্য্যের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয় না, সুতরাং অভিব্যক্তির জন্যই কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন। আকাশকুসুমবৎ সর্ব্বথা অসতের উৎপত্তি বা আবির্ভাব বা অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত নাই।

শিষ্য। অভিব্যক্তি সতী কি অসতী ?

গুরু। সতী বলিলে হানি কি ?

শিষ্য। অভিব্যক্তি সতী হইলে কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন থাকে না।

গুরু। অভিব্যক্তির অভিব্যক্ত্যর্থই কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন।

শিষ্য। তাহা হইলে অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি তাহার অভিব্যক্তি তাহার অভিব্যক্তি ইত্যাদিরূপে অনবস্থা হয়।

গুরু। অভিব্যক্তি অসতী-এইরূপ বলিলে দোষ কি ?

শিষ্য। অভিব্যক্তি অসতী হইলে অসতের উৎপত্তি মানিতে হয়।

গুরু। এই দোষ উৎপত্তিবাদীর পক্ষেও সমানই ; ইহাতে উৎপত্তিবাদীর যে উত্তর আমার ও তাহাই ; ফলতঃ সৎকার্য্যের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবের জন্যই কারণব্যাপারের প্রয়োজন, ইহা তৈলাদি দৃষ্টান্তে প্রকটিত হইয়াছে।

শিষ্য। পুরুষার্থই সৃষ্টি হইয়া থাকে, উক্ত পুরুষার্থ প্রত্যয়-সর্গ বা ধর্ম্মাদি দ্বারা অথবা তন্মাত্র সর্গ অর্থাৎ শরীর ও ভোগ্য দ্বারাই অর্থাৎ প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ ইহার অন্যতরের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে, উভয়বিধ সৃষ্টির প্রয়োজন কি ?

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধিসৃষ্টি ব্যতি-রেকে শরীরভোগ্যরূপ তন্মাত্র সর্গের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইতে পারে না এবং শরীর ভোগ্যরূপ তন্মাত্রসর্গ ব্যতিরেকে

ধর্ম্মাদিরূপ প্রত্যয়সর্গেরও আবির্ভাব হইতে পারে না, সুতরাং উভয় সর্গেরই প্রয়োজন বা আবশ্যকতা আছে।

শিষ্য। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্বন্ধে বহু রহস্যই অবগত হইলাম, কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে কিছুই অবগত হই নাই, এখন উহাই জানিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি প্রভৃতি নিখিল তত্ত্বেরই অতিরিক্ত চেতন।

শিষ্য। পুরুষের অস্তিত্ব মানা হয় কেন?

গুরু। সংঘাত বা পরস্পর-মিলিত শয্যা, আসন প্রভৃতি বস্তু সকল পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে; এইরূপ সত্বাদি গুণত্রয়ের সংঘাত প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদি ও পরেব প্রয়োজন সাধন করে, সেই পরটী প্রকৃত্যাদি অচেতনের অতিরিক্ত পুরুষ।

শিষ্য। পুরুষও কি সংহত?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। পুরুষ সংহত হইলে উহাতে ত্রৈগুণ্যাদির বিপর্য্যয় অর্থাৎ অত্রৈগুণ্য বা সুখাদির অভাব, বিবেক প্রভৃতি থাকিতে পারিত না।

শিষ্য। পুরুষের অস্তিত্বে আর কি যুক্তি আছে?

গুরু। চেতন সারথি প্রভৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ সান্নিধ্য প্রযুক্তই অচেতন রথাদির গমন-প্রবৃত্তি দেখা যায়, এই দৃষ্টান্তে

অচেতন প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদিরও কোন অধিষ্ঠাতা মানিতে হয়, সেই অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ।

শিষ্য। আর কি যুক্তি আছে?

গুরু। ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য থাকে না; অচেতন প্রকৃত্যাদি ভোগ্য বা অনুভবের বিষয়, সুতরাং ইহাদেরও কেহ ভোক্তা বা অনুভবিতা আছে, সেই ভোক্তা বা অনুভবিতাই চেতন পুরুষ।

শিষ্য। আর কি যুক্তি আছে?

গুরু। অচেতন সকল দৃশ্য; দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্যত্বের উপপত্তি হয় না, সেই দ্রষ্টাই আত্মা বা পুরুষ।

শিষ্য। এক দৃশ্যই অপর দৃশ্যের দ্রষ্টা হয় না কেন?

গুরু। তাহা মানিলে এক দৃশ্যের দ্রষ্টা অপর দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টা অপর দৃশ্য—ইত্যাদিরূপে অনবস্থা হয়।

শিষ্য। দৃশ্য নিজেই নিজের দ্রষ্টা হয় না কেন?

গুরু। নিজে নিজের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হইলে কর্ম্মকর্তৃ-বিরোধ হয় অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ত্তা এক হইয়া পড়ে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

শিষ্য। আর কি যুক্তি আছে?

গুরু। মুক্তি লাভের জন্য শিষ্ট মহর্ষিগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকেই মুক্তি বলে, বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত আত্মা না মানিলে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিকেই আত্মা মানিলে উক্ত মুক্তি হইতে পারে না, কেন না, সুখ দুঃখাদি

বুদ্ধ্যাদির স্বভাব, স্বভাবটী চিরস্থায়ী অর্থাৎ যাবৎকাল আশ্রয়ীভূত বস্তু থাকে তাবৎ কাল তাহার স্বভাবও থাকে, বস্তু স্বভাব হইতে বিচ্যুত বা মুক্ত হয় না, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধ্যাদির স্বভাব, সুতরাং তাহা হইতে বুদ্ধ্যাদি কখনও বিমুক্ত হয় না, অতএব এইরূপ একটী অতিরিক্ত পুরুষ বা আত্মা মানিতে হইবে, যিনি সুখ দুঃখাদি রহিত, সেই অতিরিক্ত আত্মাই নির্গুণ পুরুষ, উহারই আরোপিত দুঃখাদির অভাব হইলে মুক্তি হয়।

শিষ্য। পুরুষের ভেদ আছে কি? থাকিলে উহা কতিবিধ।

গুরু। আছে, তাহা দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

শিষ্য। পরমাত্মা কি?

গুরু। পরমাত্মা—পরমপুরুষ বা পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" এই যোগসূত্র। যাঁহার কোনকালেই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ নাই, যাঁহার কোনকালেই বিহিত, নিষিদ্ধ, মিশ্র—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, অথবা শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, অশুক্ল অকৃষ্ণ—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম নাই, যাঁহার কোনকালেই জাতি, আয়ু, ভোগ—এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলরূপ বিপাক নাই, এবং যাঁহার কোন

কালেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ আশ্রয় নাই এবং যিনি নিত্যৈশ্বর্য্যশালী—এইরূপ পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

শিষ্য। পরমাত্মা এক কিংবা বহু ?

গুরু। পরমাত্মা একই, বহু নহে।

শিষ্য। সৃষ্টির সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ আছে ?

গুরু। প্রকৃতি যে মহদাদির সৃষ্টি করে, তাহাতে পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ।

শিষ্য। জীবাত্মা এক কি বহু ?

গুরু। জীবাত্মা এক নহে, বহু অর্থাৎ শরীর ভেদে ভিন্ন।

শিষ্য। জীবাত্মা এক হইলে হানি কি ?

গুরু। জীবাত্মা এক হইলে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিতে পারে না, জন্মাদির ব্যবস্থার জন্যই জীবের বহুত্ব মানিতে হয়।

শিষ্য। স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। অবহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়াদির একটা ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ একের জন্মে বা আবির্ভাবে সকলের জন্ম বা আবির্ভাব হয় না, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হয় না, একের অন্ধত্ব বধিরত্বাদি দ্বারা সকলের অন্ধত্ব বধিরত্বাদি উপস্থিত হয় না, জীবগণের যুগপৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার বিশেষ হয় না ; জীবদিগের সুখ দুঃখ মোহেরও পার্থক্য আছে, কেহ সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া

প্রধানতঃ সুখভোগ করে, কেহ রজোগুণপ্রধান বলিয়া প্রধানতঃ দুঃখ ভোগ করে, কেহ তমঃপ্রধান বলিয়া প্রধানতঃ মোহ প্রাপ্ত হয়, এই সকল কারণবশতঃ পুরুষ বা জীবাত্মাকে বহু অর্থাৎ অনেক মানিতে হয়, জীবাত্মা এক হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের অন্ধত্বাদিতে সকলের অন্ধত্বাদি এবং একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি হইতে পারে। জীবাত্মাকে বহু বা অনেক মানিলে আর এই সকল দোষ থাকে না।

শিষ্য। এক পুরুষেরই দেহোপাধিভেদে ব্যবস্থা হয় না কেন?

গুরু। তাহা হইলে এক দেহেরই পাণি স্তন প্রভৃতি উপাধির ভেদে জন্ম মরণাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে, অর্থাৎ পাণি ছিন্ন হইলে যুবতী মৃত এবং স্তনাদি জন্মিলে যুবতী জাত—এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা হয় না।

শিষ্য। পুরুষ বহু হইলে অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ হয় কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। উহা জাতিপর অর্থাৎ পুরুষত্ব জাতি এক, পুরুষ এক নহে।

শিষ্য। পুরুষ একরূপ কি বহুরূপ?

গুরু। পুরুষ একরূপ।

শিষ্য। পুরুষ যে একরূপ তাহার জ্ঞান হয় না কেন?

গুরু। বন্ধনের কারণ অবিবেক যিনি জানেন, তাদৃশ পুরুষের জ্ঞানে পুরুষের একরূপতা ভাসমান হয় অর্থাৎ বিবেকীরা পুরুষের একরূপতা বুঝিতে পারে, আর অজ্ঞ-লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। অন্ধ দেখিতে পায় না, তাই বলিয়া কি চক্ষুষ্মানও দেখিবে না! অজ্ঞ বা অবিবেকী, পুরুষসমূহের একরূপতা অনুভব করিতে না পারিলেও জ্ঞানী বা বিবেকী তাহা অনুভব করিয়া থাকেন।

শিষ্য। তবে কি পুরুষ এক?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। বামদেব প্রভৃতি মুক্ত আর অন্যেরা অমুক্ত, ইহাতেও বুঝা যায় যে আত্মা এক নহে পরন্তু একরূপ।

শিষ্য। পুরুষ কিরূপ?

গুরু। পুরুষ নিত্য, নিঃসঙ্গ, সত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত, চিৎস্বরূপ বা চেতন, বিভু, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ দুঃখাদি শূন্য, মধ্যস্থ, উদাসীন, ইনি কিছুই করেন না সুতরাং অকর্ত্তা, ইনি নিত্য মুক্ত অর্থাৎ বন্ধনকালে ও মুক্তি কালে সকল সময়েই একরূপ বা রূপভেদশূন্য।

শিষ্য। পুরুষ কর্ত্তা না হইলে তাহার ফলভোগ বা সুখ-দুঃখানুভব কেন হয়? কর্ত্তারই ত ফলভোগ হওয়া উচিত।

গুরু। যেমন একের কৃত কর্ম্মে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয় সেরূপ বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে অকর্ত্তা পুরুষেরও ভোগ হইতে

পারে; বস্তুতঃ পুরুষের ভোগ অবিবেক বশতঃ উপচরিত, ফলতঃ পুরুষ অকর্ত্তা, বুদ্ধিই কর্তৃত্ব-ধর্ম্মবতী বা কর্ত্রী, "পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" ইহা না জানিয়া পুরুষে আরোপিত ভোগ পুরুষ নিজের বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু "প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন"—এই তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে পুরুষের সুখ-দুঃখের ভোগ বা অনুভব হয় না, প্রকৃতি তখন সেই পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ গোপন করে, সুতরাং পুরুষ অকর্ত্তা অসঙ্গ, কেবল এবং ভোগ বর্জ্জিত হন।

শিষ্য। পুরুষ বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ হইলে ইহলোকে ও পরলোকে যাতায়াত করে কে? কেই বা জন্মমরণ-প্রবাহ প্রাপ্ত হয়? স্থূল শরীর ত ইহলোকেই পড়িয়া থাকে, আত্মার ত যাওয়া ও আসা নাই, তবে যায় কে? আর আসেই বা কে?

গুরু। স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহাই যাতায়াত করে, যাবৎ মুক্তি না হয়, যাবৎ প্রাকৃতিক প্রলয় না হয়, তাবৎই তাহা থাকে এবং ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। পুরুষে যাতায়াত বোধ কল্পনা মাত্র।

শিষ্য। সূক্ষ্ম শরীর যে আছে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। যোগীদিগের অনুভব ও তাহাদের পরকীয় শরীরে প্রবেশ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্যকলাপই প্রমাণ।

শিষ্য। আমরা কিসে বুঝিব?

গুরু। যোগী হও, তবেই বুঝিতে পারিবে, যোগ ব্যতীত অলৌকিক জ্ঞান হয় না।

শিষ্য। পুরুষ কর্ত্তা না হইলে তাহাতে "আমি করিতেছি, আমি কর্ত্তা" এইরূপ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি হয় কেন ?

গুরু। পরমাত্মা পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি প্রকৃতির উপরাগ বা প্রতিবিম্ব বা সম্বন্ধবিশেষ বশতঃই হইয়া থাকে।

শিষ্য। অচেতন প্রকৃতি কিসে চেতনবৎ কার্য্য করিয়া থাকে ?

গুরু। প্রকৃতি পরমেশ্বরের সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ চেতনায়মানা হইয়া চেতনবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ সগুণ প্রকৃতির সম্বন্ধবিশেষে নির্গুণ পরমেশ্বর সগুণের ন্যায় প্রকাশ পায়, এবং চেতন পরমেশ্বরের সম্বন্ধবিশেষে অচেতনপ্রকৃতি চেতনের ন্যায় প্রকাশ পায়।

শিষ্য। জীবে কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি হয় কেন ?

গুরু। জীবে কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি বুদ্ধির উপরাগ বা প্রতিবিম্ব বা সম্বন্ধ বিশেষেই হইয়া থাকে।

শিষ্য। কূটস্থ-জীবাত্মা-পুরুষে সুখাদি জ্ঞান আর অচেতন বুদ্ধিতত্ত্বে চেতন জ্ঞান হয় কেন ?

গুরু। বুদ্ধিতত্ত্বের সন্নিধান বা প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ বুদ্ধিধর্ম্ম—কর্ত্তৃত্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির জ্ঞান পুরুষে হয়, এবং পুরুষের সন্নিধান বা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ অচেতন বুদ্ধিতত্ত্বে ও চেতনতত্ত্বের জ্ঞান হয় অর্থাৎ সগুণ বুদ্ধিতত্ত্বের সম্বন্ধবিশেষে নির্গুণ পুরুষও গুণবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং চেতন পুরুষের সম্বন্ধবিশেষে অচেতন

বুদ্ধিতত্ত্বও চেতনের ন্যায় প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ও সুখ দুঃখাদি এবং বুদ্ধিতত্ত্বের চৈতন্য—এই উভয়ই কাল্পনিক আরোপ মাত্র।

শিষ্য। চেতন ও অচেতনের পরস্পর সন্নিধান বা সংযোগ বা সম্বন্ধবিশেষ হয় কেন?

গুরু। চেতন ব্যতিরেকে অচেতনের পরিণাম বা কার্য্য জননশক্তি আবির্ভূত হয় না, আর অচেতন ব্যতিরেকে চেতনের ভোগ ও মুক্তি হয় না, সুতরাং পরস্পরের অপেক্ষা থাকায় পরস্পরের সন্নিধান বা সংযোগ বা সম্বন্ধ বিশেস হইয়া থাকে, এই সন্নিধান বা সংযোগ বা সম্বন্ধবিশেষতঃই কার্য্যবর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শিষ্য। চেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেন প্রথম অচেতনের সংযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং দুঃখে অস্থির হয় ও মুক্তির অনুসন্ধান করে।

গুরু। চেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অচেতনের সংযোগ প্রাপ্ত হয় না, চেতন ও অচেতনের এই সংযোগ অনাদি অর্থাৎ ইহার আদি বা প্রথম প্রবাহ নাই।

শিষ্য। সত্ত্বপ্রধান সর্গ কি? তমঃ প্রধান সর্গ কি? ও রজঃপ্রধান সর্গ কি?

গুরু। চৈতন্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের অনুসারে ভৌতিক সৃষ্টির ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধলোক বা দেবলোক সত্ত্বপ্রধান, মূলসর্গ বা অধোলোক অর্থাৎ

পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক্‌শরীর তমঃপ্রধান বা তমোবহুল, আর মধ্যলোক বা ভূলোক অর্থাৎ মানবযোনি রজঃপ্রধান।

শিষ্য। সত্ত্বপ্রধান সর্গে সম্পূর্ণ কৃতার্থতা আছে কি ?

গুরু। না; কেন না, জরা ও মরণের দুঃখ সর্ব্বত্রই সমান অর্থাৎ নিখিল শরীরেই বর্দ্ধাক্য ও মরণনিবন্ধন দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং দুঃখস্বভাব-সংসারে দুঃখভোগ অপরিহার্য্য।

শিষ্য। সৃষ্টি হয় কেন ?

গুরু। পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুমি প্রণিধান কর নাই।

শিষ্য। সৃষ্টি কতকাল চলিয়া থাকে ?

গুরু। পুরুষের বিবেকজ্ঞানের আবির্ভাব পর্য্যন্ত।

শিষ্য। বিবেকের আবির্ভাব হইলে কি হয় ?

গুরু। বিবেকের আবির্ভাব হইলে সেই বিবেকী পুরুষের পক্ষে সৃষ্টি নষ্ট হয় অর্থাৎ আর সৃষ্টি থাকে না।

শিষ্য। এই বিষয়ে মহর্ষির নিজের কথা কি ?

গুরু। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ" (৩।৪৭) "বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ" (৩।৬৩)" ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত ব্যষ্টিসৃষ্টি পুরুষের জন্যই হইয়া থাকে, যাবৎপর্য্যন্ত সেই সেই পুরুষের বিবেকজ্ঞান না হয় তাবৎকালই সৃষ্টি থাকে, বিবিক্ত বোধ হইলে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সাক্ষাৎকার

হইলে সৃষ্টির নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ সেই সেই বিবেকী পুরুষের জন্য আর সৃষ্টি থাকে না।

শিষ্য। বিবেকদশায়ও ত প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ থাকে তখন সৃষ্টি হয় না কেন?

গুরু। বিবেকদশায়ও প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকে বটে পরন্তু প্রয়োজন না থাকায় আর সৃষ্টি হয় না।

শিষ্য। পুরুষ বা জীবাত্মা কখন সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য হয়?

গুরু। তত্ত্বের অভ্যাসে বিবেকের সিদ্ধি হইলে, লিঙ্গ-শরীর নষ্ট হইলে, নিখিল দুঃখের নিবৃত্তিতে পুরুষ কৃতকৃত্য হয়, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের উদয় হইলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তিতে সম্পূর্ণ কৃতকৃত্যতা উপস্থিত হয়, অন্য হইতে নহে।

শিষ্য। শ্রবণ মননাদি দ্বারা সকলেরই বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন?

গুরু। উত্তম মধ্যম ও অধমভেদে তিন প্রকার অধিকারী আছে, তাহাদের মধ্যে উত্তম অধিকারীরই বিবেকজ্ঞানের উদয় হয় অন্যের নহে, মধ্য ও মন্দাধিকারী শ্রবণাদি দ্বারা উত্তমত্ব প্রাপ্ত হইলে বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে।

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান হইবামাত্র জীবন্মুক্তের শরীরপাত হয় না কেন?

গুরু। চক্রভ্রমির ন্যায় পূর্ব্ব সংস্কারের লেশ থাকায় জীবন্মুক্তের শরীর কিছু কাল থাকে, বিবেকজ্ঞানের উদয়

মাত্র শরীরের পতন্ হয় না, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান আবির্ভূত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের জন্ম আয়ু ও ভোগরূপ ফল জন্মাইবার শক্তি থাকে না, যেমন কুম্ভকারের ব্যাপার না থাকিলেও বেগাখ্য সংস্কারবশতঃ কুলালচক্রের ভ্রমি থাকে সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হইলেও কিছুকাল বিবেকীও জীবিত থাকেন।

শিষ্য। এই বিবেকী পুরুষেরাই কি জীবন্মুক্ত ?

গুরু। হাঁ, ইহারাই জীবন্মুক্ত, ইহারাই মধ্য-বিবেকী।

শিষ্য। জীবন্মুক্তের অঙ্গীকার কেন ?

গুরু। উপদেশের জন্যই জীবন্মুক্তের অঙ্গীকার।

শিষ্য। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা সম্পূর্ণ বিবেকী বা সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য বা বিদেহমুক্ত তাঁহাদের শরীরাদি থাকে না, সুতরাং তাঁহারা উপদেষ্টা হইতে পারেন না, আর যাহারা অবিবেকী তাহারা স্বয়ংই অজ্ঞ, যাহারা নিজেই অজ্ঞ অর্থাৎ কিছুই জানে না তাহারা অন্যের উপদেষ্টা বা উপদেশক হইতে পারে না, অজ্ঞেরা উপদেশক হইলে তাহাদের ন্যায় তাহাদের উপদেশ্য শিষ্যগণও অবিবেকী অর্থাৎ অজ্ঞ হইতে পারে, সুতরাং মধ্য বিবেকী জীবন্মুক্তগণই উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, এই জন্যই জীবন্মুক্তের অঙ্গীকার।

শিষ্য। পরমমুক্তি বা নির্ব্বাণমুক্তি অর্থাৎ ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কখন হইয়া থাকে ?

গুরু। এই সকল প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই শুনিয়াছ, প্রকারান্তরে আবারও বলিতেছি—শরীর নষ্ট হইলে পুরুষার্থ সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হওয়ায় প্রধানের সৃষ্টি কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি অর্থাৎ পরম মোক্ষ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই পরম মুক্তি হয় না কেন?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞান হইলেও স্থূলশরীর থাকা পর্য্যন্ত পরম মুক্তি হয় না, কেন না, তখনও পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের শেষ থাকে। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞান সংস্কারকে দগ্ধ করিলেও তাহা দগ্ধ বীজের ন্যায় আভাসভাবে অবস্থিত থাকে। শরীরপাতে তাহা নিঃশেষ হয়, সুতরাং তখনই বিদেহকৈবল্য বা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়।

শিষ্য। বিদেহমুক্ত বা নির্ব্বাণমুক্তের আবার বন্ধন বা দুঃখ সম্বন্ধ হয় কি?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। শ্রুতিতে অনাবৃত্তির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ মুক্তের আর বন্ধন হয় না, কেন না, মুক্তের পুনরাবৃত্তি বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই পরন্তু অনাবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রুতি আছে।

শিষ্য। এই সকল কিসে অবগত হওয়া যায়?

গুরু। প্রমাণের দ্বারা।

শিষ্য। প্রমাণ কি?

গুরু। প্রমাণশব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান, তাহা যাহা দ্বারা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যাহা সেই যথার্থ জ্ঞানের কারণ বা সাধন বা উপায় তাহার নাম প্রমাণ।

শিষ্য। কোন্ কোন্ মতে কি কি প্রমাণ?

গুরু। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষমাত্র একটী প্রমাণ। কণাদ ও বৌদ্ধের মতে (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান এই দুইটী প্রমাণ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) শব্দ এই তিনটী প্রমাণ। একদেশী নৈয়ায়িকের মতে প্রমাণ তিনটী, অপর নৈয়ায়িকের মতে (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ এই চারিটী প্রমাণ। প্রভাকরের মতে (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (৫) অর্থাপত্তি এই পাঁচটী প্রমাণ। ভট্ট ও বেদান্তি মতে (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (৫) অর্থাপত্তি, (৬) অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি এই ছয়টী প্রমাণ। পৌরাণিক মতে (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (৫) অর্থাপত্তি, (৬) অভাব, (৭) সম্ভব, (৮) ঐতিহ্য এই আটটী প্রমাণ; ইহা অন্যত্র বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে উহা স্মরণ কর।

শিষ্য। সাংখ্য মতে (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) শব্দ—এই যে তিনটী প্রমাণ, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী (নালা) দ্বারা ঘট পটাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ হইলে চিত্ত সেই সেই বিষয়াকার ধারণ করে তাহাকে বৃত্তি বলে; অনন্তর সেই সেই

বিষয়াকারধারী "এই ঘট," "এই পট," "এই মঠ," ইত্যাদিরূপ চিত্তবৃত্ত্যাত্মক যে বিলক্ষণ জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ অন্তঃস্থ বুদ্ধি যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুর আকার ধারণ করে বা তদাকারে আকারিত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ফলতঃ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে যে নিশ্চয়জ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ যোগ্য বস্তুর সকল সময় প্রত্যক্ষ হয় না কেন?

গুরু। অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের নাশ, মনের অনবস্থান বা অস্থিরতা, সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎ দুরূহত্ব, ব্যবধান, অভিভব, সমানাভিহার অর্থাৎ এক জাতীয় বস্তুর মিশ্রণ, এবং অপ্রকাশ থাকাবশতঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না। যথা,—অতিদূরত্ব হেতু অতি দূরে সঞ্চরণশীল পক্ষীর প্রত্যক্ষ হয় না; অতিসামীপ্যহেতু স্বলোচনস্থ অঞ্জনের প্রত্যক্ষ হয় না; ইন্দ্রিয়ের বিঘাতে অন্ধের রূপ দর্শন হয় না, বধিরের শব্দ শ্রবণ হয় না, ইত্যাদি; মনের অনবস্থানে ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না, সূক্ষ্মত্বহেতু পরমাণু প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, অভিভবহেতু দিবসে সৌর-কিরণাভিভূত গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রত্যক্ষ হয় না, এক জল অন্য জলে মিশ্রিত হইলে সমানাভিহার অর্থাৎ সমান হওয়া বা মিশিয়া যাওয়া অর্থাৎ সজাতীয় বস্তুর মিশ্রণ নিবন্ধন ঐ জলের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং অপ্রকাশ থাকা নিবন্ধন বীজমধ্যস্থ বৃক্ষের প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না কেন ?

গুরু। সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎদুরূহত্ব বা প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক সামান্য অর্থাৎ জাতি বা নিরবয়ব দ্রব্যত্ব থাকায়, অর্থাৎ প্রকৃতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুরূহ বা দুর্জ্ঞেয় সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। তবে প্রকৃতির অস্তিত্ব কিসে প্রমাণিত হয় ?

গুরু। অনুমান প্রমাণে প্রমাণিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য দর্শনে প্রকৃতির অনুমান হয়।

শিষ্য। প্রকৃতি সম্বন্ধে বাদিগণের বিপ্রতিপত্তি বা মতভেদ থাকায় প্রকৃতিসিদ্ধি কিরূপে হয় ?

গুরু। কার্য্যদর্শনে কারণের অস্তিত্ব মানিতেই হইবে, কেহই তাহার অপলাপ করিতে পারিবে না, ইহাতে আর বাদিদিগেব বিপ্রতিপত্তি কি হইতে পারে! আর জগৎ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তাহার ত্রিগুণাত্মক কারণ মানিতে হইবে, ইহাতে কোনও বিরোধ হইতে পারে না।

শিষ্য। পুরুষের অস্তিত্ব কিসে প্রমাণিত হয় ?

গুরু। উহাও অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ জড় বা অচেতন বস্তু পরার্থ অর্থাৎ পরের জন্য, সেই পরই পুরুষ এইরূপে পুরুষের অনুমান হয়।

শিষ্য। জড়বস্তু পরার্থ হয় ইহা মানিলাম, কিন্তু সে পর যে চেতন পুরুষ—তাহা মানিব কেন ? সে পর অন্য জড়ই হয় না কেন ?

গুরু। জড়পদার্থ জড়ের জন্য এইরূপ মানিলে এক জড় অন্য জড়ের জন্য আবার উহা অন্যজড়ের জন্য আবার উহাও অন্য জড়ের জন্য এইরূপে অনবস্থা হয়।

শিষ্য। অনবস্থার স্বীকারে হানি কি ?

গুরু। ব্যবস্থার সম্ভব থাকিলে অনবস্থার অঙ্গীকার উচিত নহে, উহা বড়ই দূষণীয় হয়।

শিষ্য। অলৌকিক যোগজ প্রত্যক্ষ আছে কি না ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। তবে যোগিগণ যে অতীত, অনাগত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ করেন উহাতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না থাকায় উহাতে প্রত্যক্ষ লক্ষণ কিরূপে সঙ্গত হয় ?

গুরু। লৌকিক জ্ঞান জননই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কেন না, লোকার্থই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, অলৌকিক যোগজ প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ লক্ষণ সঙ্গত না হইলেই বা ক্ষতি কি ? মনে কর,—যেন লৌকিক প্রত্যক্ষই এই লক্ষণের লক্ষ্য, অলৌকিক প্রত্যক্ষ এই লক্ষণের লক্ষ্যই নহে।

শিষ্য। অলৌকিক যোগজ-প্রত্যক্ষ যে মহর্ষি কপিলের প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য নহে তাহা ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। (হাসিয়া) তুমি ঠিকই ধরিয়াছ, অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও এই লক্ষণেরই লক্ষ্য। তোমার সন্দেহ ত এই যে—যে বস্তু অতীত, অনাগত ও বিপ্রকৃষ্ট উহাতে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে না অথচ যোগিগণ উহার প্রত্যক্ষ করেন এই প্রত্যক্ষে

প্রত্যক্ষ লক্ষণের সঙ্গতি কিরূপে হয়? ইহার উত্তর এই সাংখ্যমতে কোন বস্তুরই উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; বস্তুসকল অনাগতাবস্থায় কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, বর্ত্তমানাবস্থায় আবির্ভূত বা স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়, আবার অতীতাবস্থায় কারণে লীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ—বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, বস্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, তবে কখনও সূক্ষ্মরূপে আর কখনও অভিব্যক্ত বা স্থূলরূপে থাকে এই মাত্র বিশেষ। যোগিগণের তপঃ-প্রভাবে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ে অতিশয় বা শক্তিবিশেষ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যোগিগণের ইন্দ্রিয় এইরূপ বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হয় যে, সেই ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুকেও সম্বন্ধ করিতে থাকে, তাহা হইলে যোগিগণের প্রত্যক্ষেও এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণের সঙ্গতি হয়, উহাতে কোনও বাধা থাকে না।

শিষ্য। তথাপি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণের সঙ্গতি কিরূপে সম্ভবে?

গুরু। ঈশ্বরের সিদ্ধিই হইতেছে না তাহাতে লক্ষণের সঙ্গতির ও অসঙ্গতির চিন্তা কেন? বল ত—তোমার ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ, নাকি বদ্ধ পুরুষ? মুক্তপুরুষ হইলে নিশ্চয়ই তিনি উদাসীন হইবেন, উদাসীনের থাকা বা না থাকা জগতের পক্ষে সমান, তাঁহা দ্বারা কাহারও উপকার বা অপকার হইতে পারে না; আর বদ্ধ পুরুষ হইলে নিশ্চয়ই তিনি অসর্ব্বজ্ঞ হইবেন, অসর্ব্বজ্ঞের কোন বিষয়েই সমুচিত সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং

তোমার ঈশ্বর মুক্তই হউন আর বদ্ধই হউন উভয় প্রকারেই তিনি অসৎকর হইয়া উঠেন, অর্থাৎ তিনি জগতের আবির্ভাবে সর্ব্বথা সম্বন্ধশূন্য হইয়া পড়েন।

শিষ্য। (অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সাশ্রুনয়নে) গুরুদেব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমি যুক্তি তর্কে ঈশ্বরের সিদ্ধিতে অসমর্থ হইলেও ঈশ্বরের অসিদ্ধির কথা শুনিলে বড়ই ব্যথিত ও ধৈর্য্যশূন্য হইয়া পড়ি।

গুরু। (ঈষৎ হাসিয়া) এত ব্যাকুলতা কেন? তোমার ঈশ্বরপ্রেম-দর্শনের জন্যই আমি ঈশ্বরের অসিদ্ধির অবতারণা করিয়াছি, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না; তুমি ঈশ্বরের অসিদ্ধির কথা শুনিয়া যেরূপ ব্যথিত হইয়াছ, আমি তোমার ঈশ্বরপ্রেম-দর্শনে ততোঽধিক আনন্দিত হইয়াছি। যাহাহউক, তুমি ঈশ্বর সিদ্ধির অনুকূলে যুক্তির অবতারণা কর, তুমি ঈশ্বর সিদ্ধিতে যুক্তির অবতারণা করিতে না পারিলে আমি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে আশঙ্কার সমাধান করিব না।

শিষ্য। (কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) ভগবন্! আমি সর্ব্বথা অজ্ঞ, সুতরাং ঈশ্বরসিদ্ধিতে যুক্তি প্রদর্শনে সর্ব্বথা অসমর্থ, তবে এইমাত্র বুঝিতেছি, যে—জীবন্মুক্তপুরুষ শুক, নারদাদি যাঁহার বহুশঃ স্তুতি বা প্রশংসা করিয়াছেন এবং সিদ্ধ হরি-হর-ব্রহ্মাদি যাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, মুক্ত ও বদ্ধের অতিরিক্ত এবং তাঁহাদের সেবনীয় সেই ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, তাঁহার অসিদ্ধি ত দূরেই যাউক, তাঁহার অসিদ্ধির কল্পনা বা

কথাও অযুক্ত বা অনুচিত, তাঁহার অসিদ্ধি কথনই হয় না বা হইতে পারে না।

গুরু। শুক-নারদাদির স্তুতি তুমি শুনিয়াছ কি? আর হরি-হর-ব্রহ্মাদির উপাসনা তুমি দেখিয়াছ কি?

শিষ্য। না; শুক-নারদাদির স্তুতিও শুনি নাই, হরি-হর-ব্রহ্মাদির উপাসনা ও দেখি নাই।

গুরু। তবে কিসে অবগত হইলে?

শিষ্য। শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছি।

গুরু। শাস্ত্রকারদিগকে তুমি কিরূপ মনে কর? এবং তাঁহাদের উপর কিরূপ বিশ্বাস রাখ?

শিষ্য। শাস্ত্রকারদিগকে ত্রিকালদর্শী, অলৌকিকজ্ঞান-সম্পন্ন, সত্যবক্তা, ঋষি বলিয়া মনে করি, এবং তাঁহাদের উপর যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস রাখি, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি, তবে তাঁহাদের পুণ্যনামের স্মরণ ও আলোচনা করিতে পারিলেও নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি।

গুরু। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শাস্ত্র ও তৎপ্রণেতা ঋষিগণে যে প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতেছ তাহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি, আমি ঈশ্বরের নিকট এবং পূজ্যপাদ ঋষিদিগের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস চিরস্থায়ী হউক, তোমার এই বিশ্বাস লাভ করিয়া অন্য মানব ও কৃতার্থ হউক।

শিষ্য । গুরুদেব ! আমি নরাধম, সর্ব্বথা অজ্ঞ ও অকৃতী । শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের যে একটুকু লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আপনারই চরণ সেবার ফল, আপনারই আশীর্ব্বাদের ও কৃপার ফল ।

গুরু । তুমি এখন কি জানিতে চাহিতেছ ?

শিষ্য । ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ কিরূপে সঙ্গত হয় ? ইহাই জানিতে চাহিতেছি ।

গুরু । ঠিক্, তোমার প্রকৃতশ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের আলোচনা করিয়া আমি অন্যমনা হইয়াছিলাম, সে কারণে মনে ছিল না ; এখন তোমার আশঙ্কার সমাধান করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ।

শিষ্য । আমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণে উৎসুক ও প্রবৃত্ত হইয়াছি ।

গুরু । যোগিগণের যোগজ-ধর্ম্মশক্তি দ্বারা প্রবর্দ্ধপ্রাপ্ত-অন্তঃকরণ ঈশ্বরকে অধিষ্ঠাতৃরূপে সম্বদ্ধকরে, ইহাই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ, ইহার দ্বারাই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং তাহাতেও লক্ষণ সঙ্গত হইতেছে ।

শিষ্য । ঈশ্বরের ত ইন্দ্রিয়াদি নাই তাঁহার প্রত্যক্ষে অর্থাৎ ঈশ্বরকর্ত্তৃক-প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ কিরূপে সঙ্গত হয় ?

গুরু । ঈশ্বরের যে ইন্দ্রিয়াদি নাই তাহা তুমি কিসে জানিলে ?

শিষ্য। "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রে জানিতেছি।

গুরু। "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইহা যেরূপ শাস্ত্রে পাইয়াছ, সেরূপ "ন তৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যঃ" "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" "এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" "যো বিশ্বাভিপশ্যতি" (ঋগ্ ৩।৪।১০।৯) "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২)। "তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিঞ্চনাস" (ঋগ্ ৮.৭।১৭।২) "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" (কঠ ৩।১১) "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" (শ্বেঃ ৩।৯) "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে" (শ্বঃ ৬।৯)" "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং (শ্বেঃ৩।৯) 'সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং'' (শ্বে১।১৬) ইত্যাদিও শাস্ত্রে আছে, সুতরাং অবাঙ্-মনসগোচর ঈশ্বর যে কিরূপ তাহা তিনিই জানেন, আমরা অজ্ঞ মানব, সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ে কি বলিব, তবে তিনি আছেন এই টুকু বিশ্বাস করি, ইহাতেই নিজকে কৃতার্থ মনে করি, ঈশ্বরের পূর্ণমীমাংসা করিতে যে বুদ্ধিশক্তি, বিবেক ও তপস্যার প্রয়োজন থাকে তাহা আমার নাই, সুতরাং এই বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসায় আমি অসমর্থ, তেমন বুদ্ধ্যাদিসম্পন্ন লোক পাইলে জিজ্ঞাসা করিও;

শিষ্য। আপনার কৃপায় প্রত্যক্ষ অবগত হইলাম, এখন অনুমান কি, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

গুরু। ব্যাপ্তিদর্শী অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের ব্যাপ্য বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা যে ব্যাপক বস্তুর বুদ্ধিবৃত্তি-বিশেষরূপ জ্ঞান হয় তাহার নাম অনুমান।

শিষ্য। অনুমানের ভেদ আছে কি ?

গুরু। উহা ন্যায়রহস্যে বলা হইয়াছে স্মরণ কর।

শিষ্য। শব্দ কি ?

গুরু। যোগ্যশব্দ-জনিত বুদ্ধিবৃত্তিরূপ যে শব্দার্থ-জ্ঞান তাহার নাম শব্দ, অর্থাৎ যে উপদেশবাক্য বা শব্দ আপ্ত বা যোগ্য হয় সেই উপদেশবাক্যের বা শব্দের শ্রবণানন্তর যে বোধরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম শব্দপ্রমাণ।

শিষ্য। এইমতে উপমান প্রভৃতি কোন্ প্রমাণের অন্তর্ভূত ?

গুরু। উপমানাদি যথাসম্ভব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়েরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ উপমান শব্দজ্ঞান স্বরূপই হউক আর সাদৃশ্যজ্ঞান স্বরূপই হউক, সমস্তই প্রত্যক্ষাদি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং উহা উহাদেরই অন্তর্গত। অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্গত। অভাব প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। সম্ভব অনু-মানের অন্তর্গত। ঐতিহ্য অনির্দ্দিষ্ট বক্তার বাক্য বলিয়া প্রমাণ নহে, আর আপ্ত বা ভ্রম-প্রমাদশূন্য ব্যক্তির বাক্য হইলে আগম বা শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভূত।

শিষ্য। এই সকল প্রমাণের বিষয় একটু ভাল করিয়া বলিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম।

গুরু। অন্যত্র ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে স্মরণ কর।

শিষ্য। প্রমাণের ব্যবস্থা কিরূপে করিতে হয়?

গুরু। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর সিদ্ধি করিতে হয়, আর যাহার সিদ্ধি প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় না, তাহার সিদ্ধি অনুমান দ্বারা করিতে হয়, এবং যাহার সিদ্ধি অনুমানেও হয় না তাহার সিদ্ধি শব্দপ্রমাণের দ্বারা হইয়া থাকে।

শিষ্য। মহর্ষি আখ্যায়িকামুখে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার রহস্য জানিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। উপদেশের সার রহস্য এই—

১। তত্ত্বের উপদেশে বিবেক জ্ঞান জন্মে।

২। একের উদ্দেশে কৃত উপদেশ দ্বারা তৎসমীপস্থ অন্য-শ্রোতারও বিবেক জ্ঞান হয়।

৩। একবার উপদেশে বিবেকের উদয় না হইলে পুনঃ পুনঃ উপদেশ কর্ত্তব্য।

৪। গুরুশিষ্যের উপদেশ পুনঃ পুনঃ হয়, লোকে ও শাস্ত্রে সেরূপ দেখা যায়।

৫। স্বয়ং-কৃতত্যাগে সুখী হয় আর পরকৃত-বিয়োগে দুঃখী হয় এই জন্য নিজেরই বিষয় ত্যাগ কর্ত্তব্য।

৬। সর্প যেরূপ স্বকীয় নির্ম্মোক (খোলস্) ত্যাগ করে, পুরুষ ও সেইরূপ বিষয় ত্যাগে সমর্থ হয়।

৭। সংগ্রামভূমিতে বীরপুরুষ যেরূপ নিজের ছিন্নকর পরিত্যাগ করে সেইরূপ বিবেকী বিষয়ের পরিত্যাগ করিবে।

৮। যাহা বিবেক জ্ঞানের অসাধন অর্থাৎ অনুকূল নহে তাহার অনুচিন্তন বন্ধের হেতু হয়।

৯। বহুর সংসর্গে চিত্তে রাগদ্বেষাদি আবির্ভূত হইতে পারে, তাহা বিবেক জ্ঞানের বিরোধী ; এজন্য বহুর সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে।

১০। দুইয়ের যোগেও পরস্পর বিরোধ হয়, এজন্য একাকীই অবস্থান করিবে।

১১। আশাহীন লোক সুখী হয় এ জন্য আশা ত্যাগ করিবে।

১২। সর্প যেমন গৃহ প্রস্তুত না করিয়াও পরগৃহে সুখী হইয়া থাকে তদ্রূপ বিবেকাভিলাষী গৃহারম্ভ অর্থাৎ সংসার না করিয়াও সুখী হয়।

১৩। বহু শাস্ত্র ও তাহার শিক্ষার্থ বহুগুরুর উপাসনা করিবে কিন্তু তাহা হইতে সার গ্রহণ করিবে।

১৪। একাগ্রচিত্তসাধকের সমাধির হানি বা ভঙ্গ হয় না, সুতরাং একাগ্রচিত্ত হইবে।

১৫। শাস্ত্র বিহিত নিয়মের লঙ্ঘনে সাধকের সিদ্ধিলাভের ব্যাঘাত হয়, এজন্য শাস্ত্রবিহিত নিয়মের লঙ্ঘন করিবে না।

১৬। স্বকৃত নিয়মের বিস্মরণেও সেই দোষ উপস্থিত হয়, এজন্য স্বকৃত নিয়মেরও বিস্মরণ উচিত নহে।

১৭। মনন বা বিচার ব্যতীত কেবল উপদেশ শ্রবণে সাধক কৃতকৃত্য হয় না।

১৮। জ্ঞানোৎপত্তিতে অর্থাৎ বিবেকের সিদ্ধিতে কালের নিয়ম নাই অর্থাৎ এই জন্মেও হইতে পারে—জন্মান্তরেও হইতে পারে কিংবা ঐহিক সাধনেও হইতে পারে, জন্মান্তরীণ সাধনেও হইতে পারে।

১৯। যথাবিধি গুরুপ্রণাম, ব্রহ্মচর্য্য ও উপসর্পণ অর্থাৎ গুরু সমীপে গমন করিতে করিতে বহুকালে সিদ্ধিলাভ হয়।

২০। গুরূপদিষ্ট রূপের উপাসনা করিলে পরম্পরায় বিবেকসিদ্ধি হয়।

২১। মোক্ষ-ব্যতীত ঊর্দ্ধলোক-প্রাপ্তিতেও পুনরাবৃত্তি থাকে।

২২। বিরক্ত পুরুষের হেয়ের অর্থাৎ সংসারের হান বা ত্যাগ ও উপাদেয়ের উপাদান অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

২৩। রাগাভিহত পুরুষের কামচারিত্ব নাই, যাহার কামচারিতাই নাই তাহার হেয়ের হান ও উপাদেয়ের উপাদান কিরূপে সম্ভবে!

২৪। রাগি-পুরুষের রাগাদিগুণের সম্বন্ধে বন্ধন হয়।

২৫। বিষয়ভোগে রাগের শান্তি হয় না।

২৬। উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের অথবা আত্মা ও অনাত্মার দোষের অর্থাৎ পরিণামিত্বসসঙ্গত্বাদির দর্শনে রাগের শান্তি হয়।

২৭। মলিন চিত্তে উপদেশবীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না।

২৮। মলিন চিত্তে বিবেকের আভাসমাত্রও হয় না।

২৯। উপাস্যসিদ্ধিতে অর্থাৎ যোগদ্বারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে যেরূপ কৃতার্থতা লাভ হয় অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের লাভেও সেরূপ কৃতার্থতা লাভ হয় না।

শিষ্য। আশঙ্কা সমাধানের সার কি ?

গুরু। শ্রবণ কর। যজ্ঞাদি মঙ্গলাচরণ যে করা হয় তাহার কারণ শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি। বস্তুতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা-ব্যতীত কর্ম্মের ফল হয় না, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত-কর্ম্মেই ফলের নিষ্পত্তি হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার বা অধিষ্ঠান-সিদ্ধি, কর্ম্মদ্বারা হইয়া থাকে। যেরূপ ভৃত্যের কর্ম্মে নিয়োগাদি দ্বারা রাজার অধিষ্ঠান থাকে সেরূপ জীবকর্ম্মে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকে। উহাতে ঈশ্বরের কোন উপকার নাই, ঈশ্বরের উপকার মানিলে ঈশ্বর লৌকিকে-শ্বরের অর্থাৎ রাজাদির ন্যায় অপূর্ণকাম সংসারী হইয়া পড়েন।

বিশ্ব প্রকৃতির কার্য্য। নিঃসঙ্গপুরুষে অবিদ্যা শক্তির সম্বন্ধ থাকে না। প্রকৃতিকার্য্যের বৈচিত্র্য, শ্রুতি, লিঙ্গ, যোগিজন-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অস্তিত্বে প্রমাণ। ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। সত্ত্বাদিগুণ ও তৎকার্য্য সকলের অত্যন্ত বাধ নাই। অনুমান দ্বারা সুখাদির বোধ হয়। সাধ্য ও সাধন এই উভয়ের অথবা কেবল সাধনের অব্যভিচরিতসম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি। সাধ্য ও সাধন এই উভয়ের একবার দর্শনে ব্যাপ্তির সিদ্ধি হয় না।

শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের বাচ্যবাচকলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার,

প্রসিদ্ধপদসন্নিধান এই সকল উপায়ে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের সিদ্ধি হয়। আপ্তোপদেশাদিদ্বারা লৌকিকশব্দে ব্যুৎপন্ন যে পুরুষ, তাহার বেদার্থের প্রতীতি হয়। বেদ নিত্য নহে, কেন না, তাহার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি আছে। বেদ পৌরুষেয় বা পুরুষনির্ম্মিত নহে কেননা, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও যোগ্য পুরুষ নাই; কারণ মুক্ত পুরুষ, অমুক্ত পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে কাহারও যোগ্যতা নাই। বেদ অপৌরুষেয় কিন্তু কূটস্থ নিত্য নহে। বেদ স্বতঃ প্রমাণ।

নরশৃঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অলীকের জ্ঞান হয় না। খ্যাতি মাত্রই সৎ অসৎ এই উভয় বিষয়ক, কারণ, বাধ ও বাধাভাব এই উভয়ই আছে।

শব্দ স্ফোটাত্মক নহে, কেন না, কমল ইত্যাদি শব্দে ককারাদি বর্ণের প্রতীতি হয় তদ্ব্যতিরিক্ত স্ফোটের প্রতীতি হয় না। শব্দ নিত্য নহে, কেন না, তাহার কার্য্যত্বের প্রতীতি হয়।

আত্মার অদ্বৈত বা ঐক্য নাই, কেন না, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, সুখ, দুঃখ, জরা ও মরণ প্রভৃতি লিঙ্গদ্বারা আত্মার ভিন্নত্বেরই উপলব্ধি হয়। অনাত্মা বা ভোগ্য অচেতনের সহিত আত্মার অদ্বৈত বা ঐক্য নাই, কেন না, প্রত্যক্ষের দ্বারা চেতন ও অচেতনের অত্যন্ত অভেদ বাধিত হইতেছে; আত্মা, অনাত্মা এই উভয়ের সহিত আত্মার অদ্বৈত বা ঐক্য হয় না, তবে বিবেকহীনদিগের উদাহৃত অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্য রূপ।

কেবল আত্মা, কেবল অবিদ্যা, অথবা অন্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অবিদ্যা, অথবা আত্মা ও অবিদ্যা এই উভয়, জগতের উপাদান কারণ হয় না।

একআত্মার আনন্দ ও চিদ্রূপত্ব এই উভয় সম্ভবে না, কেন না, আনন্দ ও চিদ্রূপত্ব এই উভয়ের ভেদ আছে। আত্মা দুঃখস্বরূপ নহে, এজন্য উহাতে আনন্দ শব্দ প্রয়োগ হয়, উহা গৌণ বা ভাক্ত। অথবা শাস্ত্রসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ পুরুষের প্রতি বিমুক্তির প্রশংসামাত্র।

মন ব্যাপক নহে, উহা করণ বা ইন্দ্রিয়, যাহা করণ বা ইন্দ্রিয় তাহা ব্যাপক হয় না, মন সক্রিয় হওয়ায় ব্যাপক হইতে পারে না। মন নির্ভাগ বা নিরবয়ব নহে।

প্রকৃতি পুরুষ এই উভয়-ব্যতিরিক্ত সকলই অনিত্য। ভোগরহিত পুরুষ সাবয়ব নহে, কেন না, উহার নিরবয়বত্বে শ্রুতি আছে।

আত্মায় আনন্দের অভিব্যক্তির নাম মুক্তি নহে, কেন না, আত্মার ধর্ম্ম নাই। বিশেষগুণের উচ্ছেদ মুক্তি নহে। আত্মার বিশেষগতি বা ঊর্দ্ধলোকাদিতে গমন মুক্তি নহে। বিষয়াকারের যে উপরাগ বা বাসনারূপ-সম্বন্ধবিশেষ তাহার উচ্ছেদ মুক্তি নহে। সকলের উচ্ছেদের নাম ও মুক্তি নহে, কেন না, উহা পুরুষার্থ নহে। এবং শূন্য ও মুক্তি নহে। দেশ-বিশেষাদির লাভও মুক্তি নহে। পরমাত্মায় জীবাত্মার যে যোগ বা লয় তাহাও মোক্ষ নহে। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বিশেষের যোগ বা লাভও মোক্ষ নহে। ইন্দ্রাদিপদ প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে।

ইন্দ্রিয় সকল ভূতপ্রকৃতিক বা ভূতোপাদানক নহে, কেন না, উহারা যে অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে।

(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪, সামান্য (৫) বিশেষ, (৬) সমবায়, এই ষট্ পদার্থের নিয়ম নাই এবং উহাদের জ্ঞানে মুক্তি হয় না। (১)প্রমাণ, (২)প্রমেয়, (৩)সংশয়, (৪)প্রয়োজন, (৫)দৃষ্টান্ত, (৬)সিদ্ধান্ত, (৭)অবয়ব, (৮)তর্ক, (৯)নির্ণয়,(১০)বাদ, (১১)জল্প, (১২)বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪)ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের নিয়ম নাই, উহাদের বোধে মুক্তি হয় না।

অণু নিত্য নহে, কেন না, তাহার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি আছে এবং কার্য্য বলিয়া নিরবয়ব নহে পরন্তু সাবয়ব।

রূপথাকিলেই প্রত্যক্ষ হয় এরূপ নিয়ম নাই। অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ নহে, কেন না, অণু ও মহৎ এই দুয়ের দ্বারাই উক্ত চারিটীর কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বস্তু অস্থির সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা সামান্যের হয়, এজন্য সামান্যের অপলাপ হয় না। সামান্য ভাব পদার্থ।

সাদৃশ্য তত্ত্বান্তর নহে, কেন না, তাহার প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি হয়, অথবা বস্তুর স্বাভাবিক শক্তির অভিব্যক্তি বা অভিব্যক্ত শক্তির নাম সাদৃশ্য। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধও সাদৃশ্য নহে।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধ নিত্য নহে, কেন না, ঐ উভয় অনিত্য। অজ অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ নাই। সমবায় সম্বন্ধ নাই, কেন না, উহাতে প্রমাণ নাই।

ক্রিয়া কেবল অনুমেয় বা অনুমানগম্য নহে। নিকটবর্ত্তী পুরুষের ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এই উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়।

শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে, কেন না, ভিন্ন জাতীয় বহু পদার্থ এক পদার্থের উপাদান হয় না।

শরীর স্থূলই হয় এরূপ নিয়ম নাই কেন না, অতিবাহিক শরীরও আছে।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত বা সম্বন্ধ বস্তুরই প্রকাশক হয়, অপ্রাপ্ত বস্তুর নহে।

উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক, সাংসিদ্ধিক, এই ষড়্বিধ শরীর আছে, অতএব স্থূল শরীর উষ্মজাদি ভেদে চতুর্ব্বিধই হয় এইরূপ নিয়ম হইতে পারেনা। এই ষড়্বিধ শরীরের উপাদানে পৃথিবী, তবে নিমিত্ত ব্যপদেশে সংজ্ঞার ভেদ হয়।

দেহারম্ভক প্রাণ নহে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিশেষেই প্রাণের সিদ্ধি হয়।

ভোক্তার অর্থাৎ জীবাত্মার অধিষ্ঠানে ভোগায়তনের অর্থাৎ শরীরের নির্ম্মাণ হয় পূর্ব্বে জীবাত্মার অধিষ্ঠান না থাকিলে শুক্রশোণিতের পূতিভাব বা বিকৃতির প্রসঙ্গ হয়।

সমাধি, সুষুপ্তি, মোক্ষ এই তিন অবস্থায় ভোক্তার অর্থাৎ জীবাত্মার ব্রহ্মরূপতা হয়, তন্মধ্যে সমাধি ও সুষুপ্তিতে যে ব্রহ্মরূপতা উহা সবীজ অর্থাৎ বন্ধবীজ যে ক্লেশকর্ম্মাদি তদ্‌যুক্ত; আর মোক্ষে বন্ধবীজের নিবৃত্তি অর্থাৎ বন্ধবীজ থাকে না।

একই সংস্কার ক্রিয়ার সমাপক হয়, প্রতিক্রিয়ায় সংস্কার ভিন্ন নহে, অন্যথা বহুকল্পনার প্রসঙ্গ হয়।

যাহাতে বাহ্যবুদ্ধি আছে তাহাই শরীর এরূপ নিয়ম নাই, অতএব বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ, বিরুধ প্রভৃতিরও শরীর আছে। নিখিল শরীর লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী হয় না।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে তিন প্রকার দেহী আছে, দেহও তদনুরূপ তিন প্রকার যথা—(১) কর্ম্মদেহ (২) উপ-ভোগদেহ, (৩) উভয়দেহ, তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থদিগের কর্ম্মদেহ, পশ্বাদিস্থাবরান্তের উপভোগদেহ, গৃহস্থদিগের উভয়-দেহ। বিবেকী সন্ন্যাসীদিগের উক্ত কোন দেহই নাই অর্থাৎ তাহাদের শরীর উক্ত শরীরত্রয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন। বুদ্ধি-প্রভৃতির কোন আশ্রয়েই নিত্যত্ব নাই। ঔষধাদিসিদ্ধির ন্যায় যোগসিদ্ধিরও অপলাপ করা যায় না।

প্রত্যেক ভূতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং ভূত-সমূহাত্মক শরীরেও চৈতন্যের প্রতীতি হয় না।

শিষ্য। উপসংহারের সার কি ?

গুরু। শ্রবণ কর। আত্মা আছে, কেন না, তাহার অভাবের সাধক কিছু নাই। উহা দেহাদি হইতে ভিন্ন। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতেই উহার কৃতকৃত্যতা বা চরিতার্থতা হয়। উহার দুঃখে যেরূপ দ্বেষ হয়, সুখে সেরূপ অনুরাগ থাকে না। কোথাও কেহই কদাচিৎ সুখী হয়, সেই সুখও দুঃখমিশ্রতই হয়, অতএব বিবেকীরা ঐ সুখকেও দুঃখের মধ্যেই বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ আত্মা অসঙ্গ নির্গুণ, তবে উহাতে যে সুখ দুঃখাদির

কল্পনা, তাহা অবিবেকবশতঃই হয়। এই অবিবেক অনাদি এবং অনিত্য, বিবেকের উদয়ে উহার অভাব হয়, বস্তুতঃ এই অবিবেকই বন্ধন আর উহার নিবৃত্তিই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের পুনঃ বন্ধ বা পুনরাবৃত্তি নাই।

বিবেকজ্ঞানের অধিকারী পুরুষ উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ, সুতরাং সকলের শ্রবণমাত্র বিবেকজ্ঞান হয় না; তাহউ হইলেও দৃঢ়তার নিমিত্ত মননাদি অনুষ্ঠেয়।

যাহা নিশ্চল সুখকর হয় তাহাই আসন, সুতরাং ধ্যানাদিতে পদ্মাসন ভদ্রাসনাদির বিশেষ কোন ও নিয়ম নাই।

মনের নির্বিষয়তাই অর্থাৎ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখাই ধ্যান বা ধ্যানের উদ্দেশ্য। পুরুষ বা আত্মা ধ্যানে এবং তদভাবে বস্তুতঃ অবিশেষ হইলেও ধ্যানে উপরাগ থাকে না, অন্যত্র উপরাগ থাকে এই বিশেষ হয়, অসঙ্গ পুরুষের ঐ উপরাগ অবিবেকবশতঃ হইয়া থাকে। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতিদ্বারা উপরাগ বা অভিমানের নিবৃত্তি করিতে হয়। যে স্থলে চিত্তের প্রসাদ বা প্রসন্নতা উপস্থিত হয় সে স্থলেই ধ্যানাদি করিতে হয়, উহাতে তীর্থ, গুহা, অরণ্য প্রভৃতি স্থানবিশেষের নিয়ম নাই।

প্রকৃতিই আদ্য উপাদান বা মূল কারণ, অন্য যাহা কিছু অচেতন আছে সে সকলই কার্য্য। আত্মা বা পুরুষ নিত্য, পরন্তু যোগ্যতা না থাকায় উপাদান কারণ হয় না। সর্ব্বত্র প্রকৃতির কার্য্যের উপলব্ধি হয় সুতরাং প্রকৃতি বিভু; এই

প্রকৃতির প্রসিদ্ধ ক্ষিত্যাদি দ্রব্য হইতে অধিকত্ব বা অতিরিক্তত্ব বা প্রধানত্ব আছে। সত্বাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তৎস্বরূপ। উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের জন্যই সৃষ্টি করে, নিজের জন্য নহে। কর্ম্ম বিচিত্র বলিয়া সৃষ্টিও বিচিত্র। প্রকৃতির স্বরূপ-পরিণামে প্রলয় আর বিরূপ-পরিণামে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি মুক্ত-পুরুষের প্রতি আর সৃষ্টি করে না, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্তই ভোগ হয় তৎপরে আর ভোগ হয় না, মুক্ত-পুরুষের ভোগ হয় না, কারণ ভোগের নিমিত্ত যে অবিবেক বা অদৃষ্ট, তাহা মুক্ত-পুরুষের থাকে না। জন্মাদির ব্যবস্থা থাকায় পুরুষ বহু। পুরুষ কর্ত্তা নহে।

জগৎ সত্য, কেন না, উহা দুষ্ট কারণ হইতে আবির্ভূত নহে এবং উহার বাধও নাই। সৎ বস্তুরই উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়।

আত্মজ্ঞান বা বিবেক না হইলে চন্দ্রাদিলোক-প্রাপ্ত পুরুষেরও পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রকৃতি পুরুষের স্ব-স্বামিভাব কর্ম্ম-নিমিত্তক হয় এবং হা অনাদি; পঞ্চশিখের মতে স্ব-স্বামিভাব অবিবেক-নিমিত্তক হয়, সনন্দনাচার্য্যের মতে উহা লিঙ্গশরীর-নিমিত্তক হয়; ফলতঃ যাহা, তাহা হউক, ঐ স্ব-স্বামিভাবের উচ্ছেদই পুরুষার্থ।

শিষ্য। আর কিছু জ্ঞাতব্য আছে কি?

গুরু। জ্ঞাতব্য অনেকই আছে, তবে যাহা কিছু সকলের বোধগম্য ও অবশ্য জ্ঞাতব্য তৎসমুদায়ই বলা হইল;

ইহারই ধারণা কর, আর তোমাকে পূর্ণ অধিকারী মনে করিলে নিজকেও পূর্ণোপদেশক মনে করিলে সময়ে দেখা যাইবে। আজ এখানেই বিশ্রাম হউক।

৺ দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ ৺সর্ব্বানন্দদেবকুলোৎপন্ন
মহামহোপাধ্যায় মহামহাধ্যাপক
শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি
প্রণীত সাংখ্য-রহস্য
সমাপ্ত॥

শিবমস্তু।

নিবেদন পত্র।

ধর্ম্মপ্রেমী সজ্জন মাত্রেই অবগত আছেন যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চালক কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার কল্পে কলিকাতা নগরীতে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল নামক শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুকাল হইতে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান, সহজ ও সরল ভাষায় ধার্ম্মিক পুস্তক প্রণয়ন ও ধর্ম্মপ্রচারক নামক মাসিক পত্রিকার সঞ্চালন করিয়া এই ঘোর বিপ্লবের সময়েও হিন্দু সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা অক্ষুণ্ণ ভাবে উড্ডীয়মান রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা নগরীতে বঙ্গমণ্ডলের নিজের প্রেস না থাকায় নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র প্রচারের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত সম্প্রতি ৺কাশীধামস্থ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিজের প্রেস স্থাপিত হওয়ায়, শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশের কার্য্যালয় ৺কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে আনা হইয়াছে।

শ্রীমহামণ্ডলের মন্ত্রীসভা শ্রীবঙ্গমণ্ডলের সঞ্চালকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "ধর্ম্ম-প্রচারক" আর মাসিকপত্র রূপে বাহির হইবে না এবার হইতে উহা "ধর্ম্মপ্রচারক-গ্রন্থমালা" রূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রীমহামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগ হইতে বহু অপ্রকাশিত এবং এযাবৎ লুপ্ত এরূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যাহা ভারতে কুত্রাপি এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। উহা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্ম এবং বৈদিক দর্শনাদি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকল

অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্নের বাঙ্গলা সংস্করণ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও বিদ্বদ্বর্গ কর্ত্তৃক সুলিখিত বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ এই ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থমালাতে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি এবং বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের যথার্থ সেবা করিতে সমর্থ হইবে। ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থমালার মূল্য অগ্রিম দেয়। সাধারণের পক্ষে ডাকমাশুল ব্যতীত বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা। আশ্বিন মাস হইতে বৎসর আরম্ভ।

দেশের হিতচিন্তক ধর্ম্মপ্রেমী মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে এই করাল কালের কবল হইতে বিনষ্ট-প্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে তাহা একটি অতি জটিলতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আশা করি, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জন মাত্রেই এই সুমহৎ ধর্ম্ম কার্য্যে, স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে কায়িক, বাচিক ও আর্থিক সাহায্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী-পতাকা চির স্থির রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন এবং আমাদের এই প্রবলতম উদ্যমের সহকারী হইয়া চিরকৃতার্থ করিবেন। নিজে ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবগণকেও এবিষয়ে উৎসাহিত করিলে ঐহিক পারলৌকিক জীবন আনন্দময় হইবে এবং আমরাও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইব।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশ-গ্রন্থমালা।

১। মন্ত্রযোগ-সংহিতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) এই পুস্তকে মন্ত্রযোগ-লক্ষণ, মন্ত্রযোগ-বিজ্ঞান, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গুরু-লক্ষণ, দীক্ষা-বিবরণ, দীক্ষোপযোগী কাল ও দেশ, মন্ত্র-নির্ণয়, উপাস্যনির্ণয়,

আসন-বর্ণন, সপ্ত অধিকার, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, মাতৃকাযন্ত্র, মুদ্রা বর্ণন, জপবর্ণন, ক্রম-সিদ্ধির উপায়, মালাবিচার, ধ্যান, সমাধি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার অতি গুহ্য রহস্য-পূর্ণ আশীটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার একখানি পুস্তক সাধনার সহায়ক রূপে সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। জাতীয় মহাযজ্ঞসাধন। ইহাতে চির-গৌরবান্বিত আর্য্য-জাতির এই অভাবনীয় অবস্থা কিরূপে হইল, বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে কি, কি, ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কোন্ ঔষধ প্রয়োগ ও সুপথ্য সেবন করিলে, তাঁহারা আবার প্রাচীন উজ্জলময় অবস্থায় উন্নত হইতে পারিবেন ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাপ্রদ ও দেশকালোপযোগী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশ ও সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। দৈবী মীমাংসা দর্শন। ইহা বৈদিক উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধীয় মীমাংসা দর্শন। ভক্তির সহজ, সরল ও সুন্দর সিদ্ধান্তসমূহ নিরপেক্ষ ভাবে বেদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত একটী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং জ্ঞান পিপাসু, ভক্তি পিপাসু প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে প্রথম খণ্ডের মূল্য ৷৷৹ বার আনা। দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

৪। গুরুগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) ইহাতে গুরু-শিষ্য-লক্ষণ, মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের লক্ষণ, গুরুমাহাত্ম্য, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও পরমতত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। তত্ত্ববোধ। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) ইহাতে সংক্ষেপে বেদান্তের সারতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

৬। সাধন-সোপান। ইহাতে কোমলমতি বালকদিগকে সাধন রাজ্যে উন্নীত করিবার জন্য সাধকের কর্ত্তব্য, প্রাতঃকৃত্য, সাধনবিধি করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গুরুপূজা, ইষ্টপূজা, আচমন, প্রাণশুদ্ধি, বৈদিককৃত্য আদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক বালকগণের পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। সদাচার-সোপান। ইহাতে বালকগণ কিরূপ ভাবে সদাচারপালন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ⁄০ এক আনা মাত্র।

৮। কন্যা-শিক্ষা-সোপান। ইহাতে বালিকাগণের শিখিবার বিষয় সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সেবাধর্ম্ম, আচার, শৌচ, ব্রতকথা প্রভৃতি অনেক বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ⁄০ এক আনা।

৯। শক্তিগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত) ইহা একখানি অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১০। শ্রীশম্ভুগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত) ইহাও একখানি অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জন্মান্তরতত্ত্ব, পিতৃলোকতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, জীব-সৃষ্টির রহস্য, নারীধর্ম্ম, পুরুষধর্ম্ম, পীঠতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১১। যোগদর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন। ইহাতে মূল সূত্র, সূত্রের সরলার্থ এবং বিস্তৃত বাঙ্গলা ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালী পাঠকের নিকট যোগদর্শনের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যোগদর্শন ভারতের একটী প্রধান গৌরবের বস্তু। এরূপ নির্ব্বিরোধী দর্শন আর নাই। ইহার যাবতীয় জটীল বিষয়গুলিই সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। পুরাণ তত্ত্ব। ইহাতে পুরাণসম্বন্ধীয় বিবিধ বিরুদ্ধ মতবাদের বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, রাসলীলা, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের গভীর তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে সরল ভাবে বিশদীকৃত করা হইয়াছে। পুরাণসম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সন্দেহ উপস্থিত হয় স্বামীজী মহারাজ তাঁহার অপূর্ব্ব বর্ণনা শক্তির সাহায্যে উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে সেই সমস্ত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়মন্দির পুরাণের অপূর্ব্ব পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

২। ধর্ম্ম। ইহাতে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্ব, দানধর্ম্ম ও তপোধর্ম্মের সময়োচিত ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণানুসারে সনাতন, ধর্ম্মের নিত্যতা, সত্যতা, সার্ব্বভৌমিকত্ব, নির্ব্বিবাদকতা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৩। সাধন তত্ত্ব। ইহাতে মূর্ত্তিপূজার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, প্রতিমার অর্থ, মন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধনার সহজ ও সুগম উপায়, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৪। জন্মান্তর তত্ত্ব। মানুষ মরিয়া কি হয়। এই রহস্য-পূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়, শাস্ত্র, যুক্তি ও বিজ্ঞানানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

৫। আর্য্যজাতি। ইহাতে আর্য্যজাতির লক্ষণ, আদি নিবাস স্থান নির্ণয়, হিন্দুশব্দের শ্রেষ্ঠত্ব, আর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা, অনার্য্য হইতে বিশেষতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৬। নারী-ধর্ম্ম। ইহাতে নারী-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, পুরুষ ধর্ম্ম হইতে নারী-ধর্ম্মের বিশেষত্ব, পাতিব্রত্যের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহকাল-নিরূপণ, লজ্জাশীলতা ও অবগুণ্ঠন প্রথার সহিত পাতিব্রত্যের সম্বন্ধ এবং বিধবা বিবাহের অপকারিতা প্রভৃতি নারী-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা।

৭। সদাচার শিক্ষা। ইহা বালক বালিকাগণের পক্ষে অতি উপাদেয় পুস্তক। ইহাতে আচার, শয্যাত্যাগ, স্থূল প্রাতঃকৃত্য ও শৌচাদি, পূজ্যের পূজা, ভগবানের পূজা, ভাই ভগিনী, আহার, খাদ্যা-খাদ্য, শয়ন ও ব্যায়াম, মহাপ্রকৃতির সহিত মিলন, দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু প্রাপ্তির কারণ ইত্যাদি বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অনেক স্কুল কলেজে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ।৴৹ ছয় আনা মাত্র।

৮। নীতি শিক্ষা। ইহাতে কিরূপে নৈতিক জীবনের উন্নতি হইতে পারে বিশদ ভাবে তাহা দেখান হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আট আনা।

৯। অবতার তত্ত্ব। (যন্ত্রস্থ)

ভক্তিতত্ত্ব। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত। সরল বঙ্গ-ভাষায় লিখিত। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। ভক্তি যে সকল সম্প্রদায়েরই প্রাণস্বরূপ, তাহা সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। বৈধীভক্তি রাগাত্মিকাভক্তি ও পরাভক্তির দৃঢ় জটিল সাধনগুলি দৃষ্টান্তের সহিত এরূপ সরল ভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে চিত্ত প্রেমে বিভোর হইয়া যায় এবং প্রেমময় পরম পুরুষের রমণীয় মূর্ত্তি মনোময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া পাঠককে ভক্তির আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া দেয়। ভক্তিপিপাসু শান্তিপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীগণ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী সময়োপযোগী হওয়ায় এই পুস্তকের রচনা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

মহর্ষি চরিত। অধ্যাপক শ্রীতারামোহন বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। যাঁহার চিন্তা প্রসূত বেদান্তশাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির বিস্ময় উৎপন্ন করিতেছে, সেই বিশ্বপূজ্য মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জীবন চরিত; ইহা ভক্তিরসের অমৃত প্রস্রবণ, রসের অবিশ্রান্ত সাগর তরঙ্গ, জ্ঞানগর্ব্বের হৈমগিরি। মূল্য ১৲ এক টাকা।

অগস্ত্য চরিত। অধ্যাপক শ্রীতারামোহন বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত। বিমানস্পর্শী আর্য্য সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব লোক-বিস্ময়কর ঘটনা আর নাই। পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ।

এতদ্ভিন্ন ভক্তি বিষয়ক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অবতার তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, প্রেত তত্ত্ব, দর্শন সমীক্ষা, মুক্তি তত্ত্ব, মায়া তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়তত্ত্ব, ঋষিদেবপিতৃতত্ত্ব, জীবন্মুক্তি-সমীক্ষা, সম্প্রদায় সমীক্ষা, সন্ধ্যা রহস্য, তীর্থ রহস্য, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, সমাজ ও নেতা প্রভৃতি বিবিধ সময়োপযোগী এবং সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণ পরিপালনের জন্য যে সকল গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন এই গ্রন্থমালাতে একাধারে সেই সমস্ত গ্রন্থই সংগ্রথিত হইবে। ইহার সভ্যগণ ক্রমশঃ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবেন।